পারা ২২

﴿٣١﴾ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

৩১। অমাইঁ ইয়াক্নুত্ মিন্‌কুন্না লিল্লা-হি অরসূলিহী অতা'মাল্ ছোয়া-লিহান্ নু'তিহা ~ আজ্‌রহা-মার্‌রতাইনি

(৩১) তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে, আর সৎকর্মশীলা হবে, তাকে দুবার পুরস্কৃত করব,

وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣٢﴾ يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ

অ 'আতাদ্‌না-লাহা-রিয্‌ক্বান্ কারীমা-। ৩২। ইয়া-নিসা — য়ান্ নাবিয়্যি লাস্‌তুন্না কাআহাদিম মিনান্নিসা — য়ি ইনিত

তার জন্য এক সম্মানজনক রিযিক্ রেখেছি। (৩২) হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা কোন সাধারণ নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে

اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

তাক্বাইতুন্না ফালা- তাখ্‌দ্বোয়া'না বিল্ ক্বাওলি ফাইয়াত্ব্ মা'আল্ লাযী ফী ক্বল্‌বিহী মারাদুঁও অক্বুল্‌না ক্বওলাম্ মা'রূফা-।

ভয় কর, তবে পুরুষদের সাথে কথপোকথনে কোমল কথা বলো না, যাতে যাদের দুর্বলচিত্ত তারা প্রলুব্ধ হয়; স্বাভাবিকভাবে বলবে।

﴿٣٣﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ

৩৩। অক্বার্‌না ফী বুইয়ূতিকুন্না অলা-তাবার্‌রজ্‌না তাবার্‌রুজ্জাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতিল্ উলা-অআক্বিম্‌নাছ্ ছলা-তা

(৩৩) এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রথম মূর্খ যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না, আর নামায

وَآتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ

অআ-তীনায্ যাকা-তা অআত্বি'না ল্লা-হা অরসূলাহ্; ইন্নামা-ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়ুয্‌হিবা 'আন্‌কুমুর্

কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٤﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ

রিজ্ব্ সা আহ্‌লাল্ বাইতি অইয়ুত্বোয়াহ্‌হিরকুম্ তাত্ব্ হীর-। ৩৪। অয্‌কুরনা মা-ইয়ুত্‌লা-ফী বুইয়ূতিকুন্না

চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র করতে চান। (৩৪) আর তোমরা স্মরণ রাখবে তোমাদের গৃহে যেই আল্লাহর ৪

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ع ৭ ১ রুকু

মিন্ আ-ইয়া-তি ল্লা-হি অল্ হিক্‌মাহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না লাত্বীফান্ খবীর-। ৩৫। ইন্নাল্ মুস্‌লিমীনা

আয়াত ও জ্ঞানের বাণী পাঠ করা হয় তা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।(৩৫) নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষরা

وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَ

অল্ মুস্‌লিমা-তি অল্ মু''মিনীনা অল্‌মু''মিনা-তি অল্ ক্বা-নিতীনা অল্ ক্বা-নিতা-তি অছ্ ছোয়া-দ্বিকীনা অছ্

ও মুসলিম নারীরা, ঈমান আনয়নকারী পুরুষ ও ঈমান আনয়নকারী নারীরা, আনুগত্য পোষণকারী পুরুষ ও নারীরা, সত্যপরায়ন

الصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

ছোয়া-দিক্ব-তি অছ্‌ছোয়াবিরীনা অছ্‌ছোয়াবির-তি অল্‌খ-শি'ঈনা অল্ খা-শি'আ-তি-অল্‌মুতাছোয়াদ্দিক্বীনা

পুরুষ ও সত্যপরায়ন নারীরা ধৈর্যশীল পুরুষরা ও ধৈর্যশীলা নারীরা, বিনয়ী পুরুষরা ও বিনয়ী নারীরা, দানশীল পুরুষরা ও

وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

অল্ মুতাছোয়াদ্দি ক্ব-তি অছ্ছোয়া — য়িমীনা অছ্ছোয়া — য়িমা-তি অল্ হা- ফিজীনা ফুরূজাহুম্ অল্ হা-ফিজোয়া-তি
দানশীলা নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, স্বীয় গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারী পুরুষ ও স্বীয় গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারিনী নারী,

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অয্‌যা-কিরীনা ল্লা-হা কাছীরাঁও অয্‌যা-কির-তি আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ মাগ্‌ফিরতাঁও অ আজ্‌রন্ 'আজীমা-।
আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারীদের জন্য রেখেছেন আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও মহা প্রতিদান ।

۝٣٦ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ

৩৬। অমা-কা-না লিমু'মিনিঁও অলা-মু'মিনা-তিন্ ইযা-ক্বদ্বোয়াল্লা-হু অ রসূলুহূ ~ আম্‌রন্ আইঁ ইয়াকূনা লাহুমুল্
(৩৬) কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার-নারীর এ অধিকার থাকে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন সিদ্ধান্ত প্রদান

الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٧ وَاِذْ

খিয়ারতু মিন্ আম্‌রিহিম্ অমাইঁ ইয়া' ছিল্লা-হা অরসূলাহূ ফাক্বদ্ দ্বোয়াল্লা দ্বোয়ালা- লাম্ মুবীনা।- ৩৭। অইয্
করলে সে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে, যে অমান্য করে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় আছে। (৩৭) স্মরণ করুণ,আল্লাহ

تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ

তাকূলু লিল্লাযী ~ আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহি অআন্'আম্‌তা 'আলাইহি আম্‌সিক্ 'আলাইকা যাওজাকা অ ত্তাক্বিল্লা-হা
যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনি যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছেন, স্বীয় স্ত্রীকে বিবাহাধীন রাখ আর আল্লাহকে

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ

অ তুখ্‌ফী ফী নাফ্‌সিকা মাল্লা-হু মুব্‌দীহি অ তাখ্‌শান্ না-সা, অল্লাহু আহাক্বক্বু আন্ তাখ্‌শা-হ্;
ভয় কর। আপনি যা স্বীয় অন্তরে গোপন রাখলেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন; মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকেই

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ

ফালাম্মা-ক্বাদ্বোয়া-যাইদুম্ মিন্‌হা-অত্বোয়ারান্ যাওঅজ্‌নাকাহা-লিকাই লা-ইয়াকূনা 'আলাল্ মু'মিনীনা হারাজুন্
ভয় করা উচিত ছিল। যায়েদ যাইনবের সঙ্গে প্রয়োজন পূর্ণ করলে আপনাকে বিবাহ করালাম, যেন পোষা পুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে

শানেনুযূলঃ আয়াত-৩৫ ঃ একদা উম্মে আম্মারা নামক এক আনসার মহিলা রাসূল (ছঃ)-এর নিকট এসে বললেন, কোরআন পাকে যতদূর দেখছি, কেবল পুরুষদেরই কথা। নারীদের ছওয়াব পূণ্যের তো কোন বর্ণনাই নেই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আর দুররে মনছুরে বর্ণিত আছে, নবী পত্নীদের সম্বন্ধে যখন এপূর্বের আয়াতে আলোচনা করা হয়, তখন তাঁদের নিকট জনৈকা মহিলা এসে বলল, "কুরআন পাকে আপনাদের কথা বলা হয়েছে আমাদের তো কিছুই বলা হয় নি।" তখন এ আয়াত নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৬ ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (ছঃ) যায়দ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর বিবাহ তাঁর এক ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সঙ্গে হওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যয়নব প্রথমে ভেবেছিলেন যে, হুযূর (ছঃ)স্বয়ং নিজেই বিবাহ করতে চাচ্ছেন, তাই তিনি প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন। কিন্তু, পরে যখন জানতে পারলেন, যায়েদের সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে, তখন তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ বিবাহ নিজেদের সম্মান হানিকর মনে করে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। তখন এ আয়াত নাযীল হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে হযরত যয়নব এ দাম্পত্য সম্পর্ক বরণ করে নেন। আয়াত-৩৭ ঃ হযরত যয়নব (রাঃ) হযরত যায়দের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর পরস্পর বনাবনি না হওয়াতে যায়দ (রাঃ) তালাক দিতে উদ্যত হলে হুযূর (ছঃ) তাঁকে বাধা দিলেন, অগত্যা কোন প্রকারে যখন তাঁদের বনিবনা হচ্ছিল না, নবী করীম (ছঃ) ও অহী মাধ্যমে জানতে পারলেন যে যায়েদ অবশ্যই তালাক দিয়ে দেবেন। তখন হুযূর (ছঃ)-এর অন্তরে আসল এঅবস্থায় যয়নবের মনঃক্ষুণ্ণতা নিবারণ একমাত্র আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ব্যতীত সম্ভব হবে না; কপটচারীদের দ্বারা পুত্রবধূ বিবাহ করেছে মর্মে দুর্নাম করারও ভয় করতে লাগলেন। যা-ই হোক হযরত যায়েদ (রাঃ) যয়নবকে তালাক দেয়ার পর যখন নবী করীম (ছঃ) তাঁর নিকট নিজে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। তখন হযরত যয়নব (রাঃ) এতে আনন্দ মুখরিত হয়ে দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন।

فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٨﴾ مَا

ফী ~ আয্ওয়া-জ্বি আদ্'ইয়া — য়িহিম্ ইযা-ক্বদ্বোয়াও মিন্হুন্না অত্বোয়ার-; অ কা-না আম্রুল্লা-হি মাফ্'উলা- ।৩৮। মা-
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে মু'মিনদের বিবাহে কোন দোষ না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়ে থাকে। (৩৮) নবীর

كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا

কা-না 'আলান নাবিয়্যি মিন্ হারাজ্বিন ফীমা- ফারাদ্বোয়াল্লা-হু লাহু; সুন্নাতাল্লা-হি ফীল্লাযীনা খালাও
জন্য তা করতে কোন বাধা নেই যা আল্লাহ তার জন্য বিধিসম্মত করলেন; আল্লাহর এ বিধান পূর্ববর্তী নারীদের ব্যাপারেও

مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۨ ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ

মিন্ ক্বাব্‌ল্; অ কা-না আম্রুল্লাহি ক্বাদারাম্ মাক্ব্ দূরা-নি । ৩৯ । ল্লাযীনা ইয়ুবাল্লিগূনা রিসা-লা-তি ল্লা-হি
রেখেছিলেন। আল্লাহর বিধান (পূর্ব হতেই) নির্ধারিত হয়ে আছে।(৩৯) যারা আল্লাহর এ নির্দেশাবলী প্রচার করে, তারা এ ব্যাপারে

وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٤٠﴾ مَا كَانَ

অ ইয়াখ্ শাওনাহূ অলা- ইয়াখ্শাওনা আহাদান্ ইল্লাল্লা-হ্; অকাফা-বিল্লা-হি হাসীবা- । ৪০ । মা-কা-না
তাঁকে ভয় করতেন, আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও ভয় করতেন না; আল্লাহ হিসে'ব গ্রহণে যথেষ্ট। (৪০) মুহাম্মদ তোমাদের

مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

মুহাম্মাদুন্ আবা ~ আহাদিম্ মির্ রিজ্বা-লিকুম্ অলা-কির্ রাসূলা ল্লা-হি অ খ-তামা ন্নাবিয়্যীনা অকা-না ল্লা-হু
পুরুষদের মধ্য হতে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও নবীদের (শেষ নবী), আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤٢﴾ وَّ ع ৫ ৬ ২ রুকু

বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা- । ৪১ । ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয্ কুরুল্লা-হা যিক্রন্ কাছীর- । ৪২ । অ
সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত (৪১) লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ ! আল্লাহকে বেশি স্মরণ কর। (৪২) এবং সকাল

سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٣﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ

সাব্বিহূ হু বুক্রতাঁও অআছীলা- ।৪৩। হুওয়াল্লাযী ইয়ুছোয়াল্লী 'আলাইকুম্ অমালা — য়িকাতুহূ লিইয়ুখ্রিজ্বাকুম্
সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনি তোমাদের প্রতি করুণা করেন এবং ফেরেশ্তারাই তোমাদের অনুগ্রহকে প্রার্থনা করেন,

مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٤﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ

মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূর; অকা-না বিল্মু''মিনীনা রহীমা- । ৪৪ । তাহিয়্যাতুহুম্ ইয়াওমা ইয়াল্ক্বওনাহূ
যেন অন্ধকার হতে আলোতে আনেন, তিনি মু'মিনদের জন্য অতিশয় দয়ালু। (৪৪) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন সালাম-ই হবে

سَلٰمٌ ۚۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٥﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ

সালা-মুন্ অ'আদ্দা লাহুম্ আজ্ব্ রন্ করীমা- । ৪৫ । ইয়া ~ আইয়ুহান্নাবিয়্যু ইন্না ~ আর্সালনা-কা শা-হিদাঁও অ
তাদের অভিবাদন, তাদের জন্য রেখেছেন সু-প্রতিদান। (৪৫) হে নবী! আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে

مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٦﴾ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٧﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুবাশ্‌শিরাঁও অ নাযীরা-। ৪৬। অ দা-'ইয়ান্ ইলাল্লা-হি বিইয্‌নিহী অ সিরা-জাম্ মুনীর-। ৪৭। অ বাশ্‌শিরিল্ মু''মিনীনা

প্রেরণ করেছি, (৪৬) আর আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।(৪৭) মু'মিনদেরকে সু-সংবাদ

بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٨﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ

বিআন্না লাহুম্ মিনাল্লা-হি ফাদ্বলান্ কাবীর-। ৪৮। অলা তুত্বি'ইল্ কা-ফিরীনা অল্ মুনা-ফিক্বীনা অদা' আযা-হুম্

দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) এবং কাফের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না, তাদের নির্যাতনকে

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ

অ তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হ্; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-।৪৯। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইয়া- নাকাহ্‌তুমুল্

উপেক্ষা করুন, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, কর্ম বিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।(৪৯) হে মু'মিনরা! যখন তোমরা মু'মিন

الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

মু''মিনা-তি ছুম্মা ত্বোয়াল্লাক্ব্‌তুমূ হুন্না মিন্ ক্বব্‌লি আন্ তামাস্‌সূহুন্না ফামা-লাকুম্ 'আলাইহিন্না মিন্

নারীদেরকে বিবাহ কর, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে যদি মু'মিনাকে তালাক প্রদান কর, তবে তোমাদের গণনার জন্য

عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٥٠﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ

'ইদ্দাতিন্ তা'তাদ্দূনাহা- ফামাত্তি'উ হুন্না অসার্‌রিহূ হুন্না সার-হান্ জ্বামীলা-। ৫০। ইয়া ~ আইয়ুহান্নাবিয়্যু ইন্না ~

কোন ইদ্দত নেই। তবে কিছু ভোগের সামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে তাদের বিদায় দেবে। (৫০) হে নবী! আপনার জন্য বৈধ

اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ

আহ্‌লাল্‌না-লাকা আয্‌ওয়া-জ্বাকাল্ লা-তী ~ আ-তাইতা উজ্বূরহুন্না অমা-মালাকাত্ ইয়ামীনুকা মিম্মা ~

করেছি আপনার স্ত্রীদের মোহরের মাধ্যমে, হালাল করেছি যেসব নারীদেরকে যাদেরকে আল্লাহ গনীমতরূপে আপনাকে প্রদান

اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ

আফা — য়াল্লা-হু 'আলাইকা অ বানা-তি 'আম্মিকা অ বানা-তি 'আম্মা-তিকা অ বানা-তি খ-লিকা অ বানা-তি খ-লা-তিকাল্

করেছেন, আপনার চাচার কন্যারা, আপনার ফুফুদের কন্যারা, আপনার মামাদের, আপনার খালাদের কন্যারা এবং যারা

الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ؗ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ

লাতী হা-জ্বারনা মা'আকা ওয়াম্‌রয়াতাম্ মু''মিনাতান্ ইঁও অহাবাত্ নাফ্‌সাহা-লিন্নাবিয়্যি ইন্ আর-দান্

আপনার সঙ্গে হিজরতকারিনী, আর সেই মু'মিন নারীকেও যে নিবেদনকারিনী, আর যদি নবী তাকে বিবাহ করতে

النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا

নাবিয়্যু আইঁ ইয়াস্‌তান্‌কিহাহা- খ-লিছোয়াতাল্ লাকা মিন্ দূনিল্ মু''মিনীন্;ক্বদ্ 'আলিম্‌না-মা ফারদ্বনা-

ইচ্ছা করে, তবে সেও হালাল, এটা অন্যান্য মু'মিনদের ছাড়া কেবল আপনার জন্য নির্ধারিত। যাতে আপনার কোন অসুবিধা

عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَ

'আলাইহিম্ ফী ~ আয্ওয়া-জিহিম্ অমা- মালাকাত্ আইমা-নুহুম্ লিকাইলা-ইয়াকূনা 'আলাইকা হারাজুন্; অ
না হয়। আর আমি তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এবং তাদের দাসীদের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা রেখেছি তা আমার জানা আছে। আর

كَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥١﴾ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ

কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রহীমা-। ৫১। তুরজী মান্ তাশা — য়ু মিন্হুন্না অ তু'ওয়ী ~ ইলাইকা মান্ তাশা — য়ু;
আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।(৫১) এদের মধ্যে আপনি ইচ্ছেমত তাদেরকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা নিকটে স্থান দিতে

وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ

অমানিব্ তাগইতা মিম্মান্ 'আযাল্তা ফালা-জুনা-হা 'আলাইক্; যা-লিকা আদ্না ~ আন্ তাক্বার্র আ'ইয়ুনুহুন্না
পারেন, যাদেরকে দূরে রেখেছেন তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে কাছে আনাতেও দোষ নেই, যেন তাদের চোখ শীতল হয়,

وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ

অলা- ইয়াহ্যান্না অ ইয়ার্দ্বোয়াইনা বিমা ~ আ-তাইতাহুন্না কুল্লুহুন্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-ফী কুলূবিকুম্; অ কা-নাল
অন্তর ব্যাথিত না হয়; আপনি যা দেবেন তাতে তারা রাযী থাকবে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের সব খবর সম্যক অবগত

ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥٢﴾ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

ল্লা-হু 'আলীমান্ হালীমা-। ৫২। লা-ইয়াহিল্লু লাকান্নিসা — য়ু মিম্ বা'দু অলা ~ আন্ তাবাদ্দালা বিহিন্না মিন্
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম সহনশীল। (৫২) এ ছাড়া অন্য নারী আপনার জন্য হালাল নয়; এ স্ত্রীদের বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও

أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ

আয্ওয়া জিওঁ অলাও আ'জ্বাবাকা হুস্নুহুন্না ইল্লা-মা-মালাকাত্ ইয়ামীনুক্; অকা-নাল্লা-হু 'আলা-
আপনার জন্য হালাল নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে; তবে দাসীদের ব্যাপারে নয়। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ৬ ع ১২ ৩ রুকু

كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن

কুল্লি শাইয়্যির্ রক্বীবা-। ৫৩। ইয়া ~ আই ইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্খুলূ বুইয়ূতান্ নাবিয়্যি ইল্লা ~ আঁই
উপর দৃষ্টি রাখেন। (৫৩) হে মু'মিনরা! যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না পাও ততক্ষণপর্যন্ত তোমরা খাওয়ার জন্য নবীর গৃহে

يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ

ইয়ু'যানা লাকুম্ ইলা-ত্বোয়া'আ-মিন্ গইর না-জিরীনা ইনা-হু অলা-কিন্ ইযা-দু'ঈতুম্ ফাদ্খুলূ ফাইযা-ত্বোয়া'ইম্তুম্
প্রবেশ করবে না, তবে যখন তোমাদের আহ্বান করবে তখন তোমরা প্রবেশ করবে, খাওয়া শেষ হওয়ার পর সেচ্ছায় চলে

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৫২ঃ প্রথমে যখন উম্মুল মু'মিনীনের প্রতি দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা আল্লাহ ও রাসূলকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেয়া হয় তখন তারা সকলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করায় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-৫৩ ঃ হযরত যয়নবের বিয়ের অলিমায় রসূলুল্লাহ (ছঃ) খেজুর, ছাতু ও ছাগ গোশত প্রস্তুত করে হযরত আনাস (রাঃ) দ্বারা লোকদেরকে ডাকালেন। লোকেরা দলে দলে এসে উৎসাহ সহকারে খেয়ে গেল। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরেও তিনজন লোক আলাপে নিমগ্ন ছিল। হুযূর (ছঃ) প্রস্থানোদ্যত হলেও তারা কিন্তু যাচ্ছিল না। অবশেষে রসূল (ছঃ) উঠে মহিমান্বিতা পত্নীদের কক্ষে ঘুরে ফিরে আসলেন, তখনও তারা যায় নি দেখে হুযূর (ছঃ) বাসর শয্যায় প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। এরপর তারা চলে যায়। অতঃপর হুযূর (ছঃ) বাসর কক্ষে প্রবেশ করেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ

ফান্‌তাশিরূ অলা-মুস্‌তা''নিসীনা লিহাদীছ্; ইন্না যা-লিকুম্ কা-না ইয়ু''যিন্নাবিয়্যা ফাইয়াস্‌তাহ্‌য়ী
যাবে, আলাপে মশগুল হবে না, তোমাদের আচরণ অবশ্যই নবীকে পীড়া দিয়ে থাকে, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে

مِنْكُمْ ۡ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ

মিন্‌কুম্ অল্লা-হু লা-ইয়াস্‌তাহ্‌য়ী মিনাল্ হাক্ব্; অইযা-সায়াল্‌তুমূহুন্না মাতা-'আন্ ফাস্‌য়ালূহুন্না মিঁও;
দিতে লজ্জাবোধ করেন; তবে আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাদের কাছে যখন চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে

وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ۭ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۭ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا

অর — য়ি হিজ্বা-ব্; যা-লিকুম্ আত্ব্‌হারু লিক্বুলূ বিকুম্ অ ক্বুলূ বিহিন্; অমা-কা-না লাকুম্ 'আন্ তু'যূ
চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতার উপায়। তোমারে জন্য জায়েয নয় আল্লাহর

رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ

রাসূলাল্লা-হি অলা ~ আন্ তান্‌কিহূ ~ আয্‌ওয়া-জ্বাহূ মিম্ বা'দিহী ~ আবাদা-; ইন্না যা-লিকুম্ কা-না 'ইন্‌দা
রাসূলকে কষ্ট দেয়া বা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনও সংগত নয়। এটা আল্লাহর কাছে অতি

اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾ اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ★

ল্লা-হি 'আজীমা-। ৫৪। ইন্ তুব্‌দূ শাইয়ান্ আও তুখ্‌ফূহু ফাইনাল্লা-হা কা-না বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-।
বড় অন্যায়।(৫৪) যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর বা কোন বিষয় গোপন কর, তবে আল্লাহ তো সবকিছু ভালভাবে জানেন।

﴿٥٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْۤ اٰبَآئِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَاۤءِ

৫৫। লা-জ্বুনা-হা 'আলাইহিন্না ফী~'আ-বা — য়িহিন্না অলা ~ আব্‌না — য়িহিন্না অলা ~ ইখ্‌ওয়া- নিহিন্না অলা ~ আব্‌না — য়ি
(৫৫) নবী-পত্নীদের জন্য কোন গুনাহ হবে না নিজেদের পিতা, নিজেদের পুত্র, নিজেদের ভাই, নিজেদের ভাতিজা,

اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَاۤءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ

ইখ্‌ওয়া-নি হিন্না অলা ~ আব্‌না — য়ি আখাওয়া- তিহিন্না অলা-নিসা — য়িহিন্না অলা-মা-মালাকাত্ আইমানুহুন্না
ভগ্নিপুত্রদের, নিজেদের সেবিকা ও তাদের আয়ত্বাধীন দাসীদের ব্যাপারে পর্দা পালন না করায়। (আর হে নবী পত্নিরা!

وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٦﴾ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ

অত্তাক্বীনাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদা-। ৫৬। ইন্নাল্লা-হা অমালা — য়িকাতাহূ
তোমরা) আল্লাহকে ভয় করতে থাক; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের সাক্ষী।(৫৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতারা

يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ۭ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٧﴾ اِنَّ

ইুছোয়াল্লূনা 'আলান্নাবিয়্যি ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ছল্লূ 'আলাইহি অসাল্লিমূ তাস্‌লীমা-। ৫৭। ইন্নাল্
নবীর ওপর দুরূদ প্রেরণ করেন, হে ঈমানদাররা! তোমরাও তার প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক। (৫৭) নিশ্চয়ই

الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ

লাযীনা ইয়ু''যূনাল্লা-হা অরসূলাহূ লা'আনাহুমু ল্লা-হু ফিদ্ দুন্‌ইয়া- অল্ আ-খিরতি অআ'আদ্দা লাহুম্

যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাদেরকে অভিশপ্ত করেন, এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে

عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

'আযা-বাম্ মুহীনা-। ৫৮। অল্লাযীনা ইয়ু''যূনাল্ মু''মিনীনা অল্ মু''মিনাতি বিগইরি মাক্‌তাসাবূ

রেখেছেন অপমানকর শাস্তি। (৫৮) আর দোষ না করলেও যারা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীকে কষ্ট দেয়,

فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ

৭ ع ৬ 4 রুকু

ফাক্বাদিহ্‌তামালূ বুহ্‌তা-নাঁও অইছ্‌মাম্ মুবীনা-। ৫৯। ইয়া ~ আইয়ুহা ন্নাবিয়্যু ক্বুল্ লিআয্‌ওয়া-জ্বিকা অবানা-তিকা অ

তারা স্পষ্ট অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। (৫৯) হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং যারা ঈমানদার

نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ

নিসা — য়িল্ মু''মিনীনা ইয়ুদ্‌নীনা 'আলাইহিন্না মিন্ জ্বালা-বীবিহিন্; যা-লিকা আদ্‌না ~ আইঁ ইয়ু'রফ্‌না

নারী তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের নিজেদের ওড়নাসমূহ উপরের দিক থেকে টেনে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে

فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦٠﴾ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ

ফালা-ইয়ু''যাইন্; অকা-নাল্লা-হু গফূরার্ রহীমা-। ৬০। লায়িল্লাম্ ইয়ান্‌তাহিল্ মুনা-ফিক্বূনা

চিনতে পারার জন্য এটা উত্তম পন্থা, ফলে তারা উত্যক্ত হবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল, ও দয়ালু। (৬০) যদি বিরত না হয় মুনাফিকরা,

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا

অল্লাযীনা ফী ক্বুলূ বিহিম্ মারাদ্বুঁও অল্‌মুরজ্বিফূনা ফিল্ মাদীনাতি লানুগ্‌রিয়ান্নাকা বিহিম্ ছুম্মা লা-

ও ঐ সব লোক যাদের অন্তর-রোগ সম্পন্ন ও নগরে গুজব রটনাকারীরা, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আপনাকে প্রবল করব;

يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا

ইয়ুজ্বা-ওয়িরূনাকা ফীহা ~ ইল্লা-ক্বালীলা-। ৬১। মাল্'ঊ নীনা আইনামা-ছুক্বিফূ ~ উখিযূ অক্বুত্তিলূ

পরে আপনার পাশে অল্প দিনই থাকবে (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায়; যেখানে তাদেরকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে ধরা হবে; হত্যা করা

تَقْتِيلًا ﴿٦٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا

তাক্বতীলা।- ৬২। সুন্নাতাল্লা-হি ফিল্লাযীনা খলাও মিন্ ক্বাব্‌লু অলান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্‌দীলা-।

হবে প্রবলভাবে। (৬২) পূর্বের লোকদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান; আপনি কখনও আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না।

শানেনুযূলঃ আয়াত ৫৯ ঃ তৎকালীন আরব সমাজে বাড়ীর ভেতরে মল-মূত্র ত্যাগের বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদেরকেও ভোর অন্ধকারে মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যেতে হত। একদা হযরত ছওদাহ (রাঃ) ও এরূপ মলমূত্র ত্যাগের উদ্দেশ্যে জনপদের বাইরে গমনকালে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে তাঁর দৈহিক গঠনের পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে ওই সময়ে ঘরের বের হওয়ায় তিরস্কার করলেন। হযরত ছওদাহ (রাঃ) ফিরে গেলেন এবং হুযূর (ছঃ)-এর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন, তখন এ আয়াত কয়টি নাযিল হয়। আয়াত-৬০ঃ মুনাফিকদের মধ্যে মুসলমানদেরকে যাতনা দেয়ার বদ-অভ্যাস ছিল। যদ্দারা রাসূল (ছঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে নিত্য নৈমিত্তিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছিল। এ সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়।

﴿٦٢﴾ يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ

৬৩। ইয়াস্‌য়ালুকা ন্না-সু 'আনিস্ সা আহ্; ক্বুল্ ইন্নামা-'ইল্‌মুহা-'ইন্‌দাল্লা-হ্; অমা-ইয়ুদ্‌রীকা লা'আল্লাস্
(৬৩) মানুষ আপনাকে কেয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলুন, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই, আপনি কিভাবে জানবেন, হয়ত

السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٥﴾ خَالِدِينَ

সা-'আতা তাকূনু ক্বরীবা-। ৬৪। ইন্নাল্লা-হা লা'আনাল্ কা-ফিরীনা অআ'আদ্দা লাহুম্ সা'ঈরা-।- ৬৫। খ-লিদীনা
কেয়ামত নিকটবর্তী।(৬৪) আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিশম্পাত করেছেন, প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। (৬৫) তারা সেথায়

فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٦﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

ফীহা ~ আবাদান্ লা-ইয়াজ্বিদূনা অলিয়্যাঁও অলা-নাছীর-। ৬৬। ইয়াওমা তুকাল্লাবু উজ্বূহুহুম্ ফীন্না-রি
অনন্তকাল থাকবে; না তারা কোন বন্ধু পাবে, আর না পাবে কোন সাহায্যকারী।(৬৬) যেদিন তাদের চেহারা বিবর্তিত হবে,

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٧﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا

ইয়াক্বূ্লূনা ইয়া-লাইতানা ~ আত্বোয়া'না ল্লা-হা অ আত্বোয়া'নার্ রসূলা-।৬৭। অ ক্বা-লূ রব্বানা ~ ইন্না ~ আত্বোয়া'না-সা-দাতানা-
বলবে, হায়! যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানতাম! (৬৭) এবং বলবে হে আমাদের রব! নেতা ও বড় মানুষকে আমরা

وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٨﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ

অকুবার — য়ানা- ফাআদ্বোয়াল্লূনাস্ সাবীলা-। ৬৮। রব্বানা ~ আ-তিহিম্ দ্বি'ফাইনি মিনাল্ 'আযা-বি অল্'আন্‌হুম্
মেনেছি, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৬৮) হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও, তাদের প্রতি লা'নত

৮ ع ১০ ৫ রুকু
لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ

লা'নান্ কাবীর-। ৬৯। ইয়া ~ আইইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাকূনূ কাল্লাযীনা আ-যাও মূসা-ফাবাররয়াহুল্লা-হু
বর্ষণ কর বড় লা'নত। (৬৯) হে ঈমানদাররা! যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের মত হয়ো না। আল্লাহ তাকে তাদের

مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٧٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا

মিম্মা-ক্বা-লূ; অকা-না 'ইন্‌দাল্লা-হি অজ্বীহা- ।৭০। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাক্বু ল্লা-হা অক্বূলূ
কথা হতে মুক্তি প্রদান করলেন। সে আল্লাহর কাছে ছিল মর্যাদাশীল। (৭০) হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧١﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ

ক্বওলান্ সাদীদা- ।৭১। ইয়ুছ্‌লিহ্ লাকুম্ আ'মা-লাকুম্ অইয়াগ্‌ফির্ লাকুম্ যুনূবাকুম্; অমাইঁ ইয়ুত্বি'ইল্লা-হা
সঠিক কথা বল;(৭১) তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন, তোমাদের পাপ মোছন করবেন, যে আল্লাহ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٢﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অ রসূলাহূ ফাক্বদ্ ফা-যা ফাওযান্ 'আজীমা-। ৭২। ইন্না আরদ্বনাল্ আমা-নাতা 'আলাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি
ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় সফলকাম (৭২) আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়সমূহের প্রতি এ দায়িত্বভার অর্পন

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط إِنَّهُ كَانَ

অল্‌জ্বিবা-লি ফাআ বাইনা আইঁ ইয়াহ্‌মিল্‌নাহা-অ আশ্‌ফাক্বনা মিন্‌হা-অহামালাহাল্ ইন্‌সা-ন্; ইন্নাহূ কা-না

করেছিলাম, কিন্তু তারা সে দায়িত্বভার বহন করতে অস্বীকার করল, ভীত হল কিন্তু মানুষ তা নিজ দায়িত্বে বহন করল, নিশ্চয়ই সে

ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَ

জোয়ালূমান জ্বাহূলা- ।৭৩। লিইয়ু'আয্‌যিবা ল্লা-হুল্ মুনা-ফিক্বীনা অল্‌মুনা-ফিক্বতি অল্‌মুশ্‌রিকীনা অল্

বড় অত্যাচারী, বড়ই অজ্ঞ ।(৭৩) যেন পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক নর ও মুশরিক নারীদেরকে

الْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ع ৭ ৫ ৬ রুকূ

মুশ্‌রিকা-তি অ ইয়াতূবাল্লা-হু 'আলাল্ মু''মিনীনা অল্‌মু''মিনা-ত্; অকা-নাল্লা-হু গফূরার রহীমা-।

শাস্তি প্রদান করেন এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার-নারীদেরকে ক্ষমা করেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা সাবা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ ঃ ৬

﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্বি অলাহুল্ হাম্‌দু ফিল্

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর, আকাশ মণ্ডল ও ভূ মণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই, আর তাঁরই জন্য সোভনীয় পরকালের

الْآخِرَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٢﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا

আ-খিরহ্; অহুওয়াল্ হাকীমুল্ খবীর। ২। ইয়া'লামু মা-ইয়ালিজু ফিল্ আর্‌দ্বি অমা-ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা-অমা-

প্রশংসা। এবং তিনি বিজ্ঞ, জ্ঞানী। (২) তিনি জানেন যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু তথা হতে বের হয়, এবং যা

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ط وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

ইয়ান্‌যিলু মিনাস্ সামা — য়ি অমা-ইয়ারুজু ফীহা-; অহুওয়ার রহীমুল্ গফূর। ৩। অক্বা-লাল্ লাযীনা

আকাশ হতে পতিত হয় এবং যা কিছু সেখানে উত্থিত হয় তিনি পরম দয়ালু, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (৩) আর কাফেররা বলে,

নামকরণ ঃ আস্‌সাবা-অত্র সূরার পঞ্চদশ আয়াতে উল্লিখিত সাবা নগরীর নামানুসারেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সাবা ইয়ামন প্রদেশের একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল এবং উক্ত নগরীর দুপার্শ্বে নানাবিধ সুস্বাদু ফলবান বৃক্ষ পরিপূর্ণ দুটি সুবৃহৎ ও মনোরম বাগানে ছিল। কিন্তু নগরীর অধিবাসীদের অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহিতা ও অতিরিক্ত বিলাসিতায় ডুবে থাকার কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধানলে পতিত হয়। ফলে এক ভয়াবহ বন্যায় উক্ত নগরী এবং তার অধিবাসী ও বাগানসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আল্লাহপাক উক্ত ধ্বংস-কাহিনী স্বরণ করিয়ে দিয়ে অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহিতা এবং অসঙ্গত ভোগ-বিলাস হতে মুক্ত থাকার জন্য বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই সাবধান করে দিয়েছেন এবং উক্ত ঘটনার সমাবেশ হেতুই আলোচ্য সূরার 'সাবা' নামকরণ করা হয়েছে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত –১ ঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হারব লাত-ওজ্জার শপথ করে বলল, মুহাম্মদ বারংবার যে কিয়ামতের কথা বলছে তা কখনও হবে না। কেননা, যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দেহ গুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে, তার কোন চিহ্নই তো অবশিষ্ট থাকবে না। কাজেই মুহাম্মদের কথা কেমন করে সত্যে পরিণত হবে। এতে আল্লাহ তা'আলা নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশক দুটি আয়াত পটভূমিকা হিসেবে বর্ণনা করে রাসূল (ছঃ)-কে বলেন, আপনিও আপনার রবের কসম করে বলুন, কেয়ামত অবশ্যই হবে।

كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا

কাফারূ লা-তা'’তী নাস্সা'আহ্;ক্বু-ল্ বালা অ রব্বী লাতা'’তিয়ান্নাকুম্ 'আ-লিমিল্ গইবি লা-

কেয়ামত আগমন করবে না, আপনি বলুন, তার (কেয়ামতের) আগমন সুনিশ্চিত, আমার রবের শপথ। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে

يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا

ইয়া'যুবু 'আন্হু মিছ্ক্বা-লু যার্রাতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অলা-ফিল্ আর্দ্বি অলা ~ আছ্গারু মিন্ যা-লিকা অলা ~

সম্যক অবগত তাঁর কাছে না গোপন আছে আসমানের কোন ক্ষুদ্র বস্তু, আর না গোপন আছে যমীনের কোন ক্ষুদ্র বস্তু।

أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ

আক্বারু ইল্লা-ফী কিতা-বিম্ মুবীন্। ৪। লিইয়াজ্ যিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহাত্;

ছোট-বড় সব কিছু সুস্পষ্ট কিতাবে লিপীবদ্ধ আছে। (৪) যেন তিনি ঈমানদার ও নেক বান্দাহদেরকে প্রতিদান প্রদান

أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ

উলা — য়িকা লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অ রিয্ক্বুন্ কারীম্। ৫। অল্লাযীনা সা'আও ফী ~ আ-ইয়া-তিনা মু'আ-জ্বিযীনা

করেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর সম্মানজনক রিয্ক।(৫) আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করতে চায় তাদের জন্য

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٦﴾ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي

উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মির্ রিজ্ যিন্ আলীম। ৬। অ ইয়ার ল্লাযীনা উতুল্ 'ইলমা ল্লাযী ~

রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আযাব।(৬) আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা দেখছে যে, আপনার প্রতি অবতারিত

أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

উন্যিলা ইলাইকা মির্ রব্বিকা হুওয়াল্ হাক্বক্বা অ ইয়াহ্দী ~ ইলা-ছিরা-ত্বিল্ 'আযীযিল্ হামীদ্।

কিতাব সত্য, আপনার রবের পক্ষ থেকে এটা সত্য এবং বিজয়ী, প্রবল পরাক্রমশালী প্রশংসিত রবের পথ প্রদর্শন করে।

﴿٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ

৭। অ ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ হাল্ নাদুল্লুকুম্ 'আলা- রাজু লিইঁ ইয়ুনাব্বিয়ুকুম্ ইযা-মুয্যিক্ তুম্ কুল্লা মুমায্যাক্বিন্

(৭) কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদের বলবে, যখন তোমরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে,

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٨﴾ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ

ইন্নাকুম্ লাফী খল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ৮। আফ্তারা- 'আলাল্লা-হি, কাযিবান্ আম্ বিহী জ্বিন্নাহ্; বালিল্লাযীনা

তখন আবার তোমরা নতুনভাবে সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে?(৮) জানিনা, সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে না উন্মাদ! বরং

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٩﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ

লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্আ-খিরতি ফিল্ 'আযা-বি অদ্বদ্বোয়ালা-লিল্ বা'ঈদ্। ৯। আফালাম্ ইয়ারাও ইলা-মা-বাইনা

যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই আযাব ও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। (৯) তারা কি তবে তাদের সামনে-পিছে,

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ

আইদীহিম্ অমা-খল্ফাহুম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্আরদ্বি; ইন্ নাশা" নাখ্সিফ্ বিহিমুল্ আরদ্বোয়া আও
আকাশ মণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠে যা আছে তার প্রতি দৃষ্টি দেয় না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারি বা

نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ

নুস্ক্বিত্ব 'আলাইহিম্ কিসাফাম্ মিনাস্ সামা — য়্; ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়াতাল্ লিকুল্লি 'আব্দিম্ মুনীব্ ।১০। অ লাক্বদ্
তাদের উপর আকাশ খণ্ড ফেলতে পারি, এতে যারা আল্লাহমুখী তাদের প্রত্যেকের জন্য নিদর্শন আছে।(১০) আর আমি তো

آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

আ-তাইনা- দাযূদা- মিন্না-ফাদ্বলা-; ইয়া-জ্বিবা-লু আওয়্যিবী মা'আহূ অত্ব্ত্বোয়াইরা অআলান্না-লাহুল্ হাদীদ্।
দাউদকে অনুগ্রহ দিয়েছি; হে পাহাড়! তার সঙ্গে বন্দনা কর, পাখীকেও। আর লোহাকে তার জন্য নরম করে দিয়েছি।

﴿١١﴾ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

১১। আনি'মাল্ সা-বিগ-তিঁও অক্বদ্দির্ ফিস্ সার্দি ওয়া'মালূ ছোয়া-লিহা-; ইন্নী বিমা-তা'মালূনা
(১১) বলেছিলাম বর্ম তৈরি কর, যখন সংযোগ করবে তখন পরিমাণ ঠিক রেখ, নেক কাজ কর, আমি তোমাদের কর্ম

بَصِيرٌ ﴿١٢﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ

বাছীর্। ১২। অ লিসুলাইমা-নার্ রীহা-গুদুওয়্যুহা-শাহ্রুঁও অ রাওয়া-হুহা- শাহ্রুন্ অ আসাল্না-লাহূ 'আইনাল্ ক্বিত্বরি;
অবলোন করি। (১২) আর আমি সুলাইমানের জন্য বায়ুকে অনুগত করে দিলাম, প্রভাতে এক মাসের পথ, সন্ধ্যায় এক মাসের

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا

অ মিনাল্ জ্বিন্নি মাইঁ ইয়া'মালু বাইনা ইয়াদাইহি বিইয্নি রব্বিহ্; অমাইঁ ইয়াযিগ্ মিন্হুম্ 'আন্ আম্রিনা-
পথ চলত। তার জন্য তামার ঝর্ণা প্রদান করেছি, তার রবের নির্দেশে জিনেরা তার সামনে কর্মেরত থাকত। তাদের মধ্য হতে

نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٣﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ

নুযিক্ব্হু মিন্ 'আযা-বিস্ সাঈ'র্। ১৩। ইয়া'মালূনা লাহূ মা-ইয়াশা — য়ু মিম্ মাহা-রীবা অ তামা-ছীলা
তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। (১৩) জিনেরা সুলাইমানের ইচ্ছেমত তৈরি করে দিত বড় বড় প্রাসাদ, মূর্তি,

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ

অজ্বিফা-নিন্ কাল্জ্বাঅ-বি অক্বুদূরির্ র-সিয়া-ত্; ই'মালূ ~ আ-লা দা-যূদা শুক্র-; অক্বালীলুম্ মিন্
হাউযের মত বড় বড় পাত্র, এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বড় বড় ডেগ; হে দাউদ-পরিবার! আমার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজ কর। আর অল্প

আয়াত-১০ ঃ বলা হচ্ছে-দাউদের প্রতি আমি এ মহানুভবতা দেখিয়েছি যে, পাহাড়-পর্বত, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে তসবীহ পাঠে রত হয়ে যেত। অর্থাৎ তিনি এমন নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রভাবে বিহঙ্গকুল ও পর্বতমালার মধ্যে পর্যন্ত একটি ধ্যান মগ্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেত। যা দিয়ে তাঁরাও তাঁর সঙ্গে তসবীহ পাঠে হত, যা তাঁর পূর্ণ নিষ্ঠার পরিচায়ক। তাই তাঁর প্রশংসায় এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়।
আয়াত-১১ ঃ আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিলাম যাতে আমি তাঁকে নির্দেশ দিলাম, তুমি সুদীর্ঘ পরিমিত প্রস্থ বিশিষ্ট বর্মসমূহ তৈয়ার কর এবং তার কড়াসমূহ সঠিক পরিমাপে যথাযথভাবে সংযোজন কর, যেন ছোট বড় না হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল এই- আমি তাঁকে নবুওয়াত প্রদানের সাথে সমর শক্তিও দিয়েছিলাম। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্র নবী হওয়ার সাথে সাথে পার্থিব ক্ষমতাবানও ছিলেন।

ই'বা-দিয়াশ্ শাকূর্। ১৪। ফালাম্মা- ক্বাদ্বোয়াইনা- 'আলাইহিল্ মাওতা মা-দাল্লাহুম্ 'আলা- মাওতিহী ~ ইল্লা-দা — ব্বাতুল্
বান্দাহই কৃতজ্ঞ।(১৪) অতঃপর যখন আমি তার (সুলাইমানের) মৃত্যু দিলাম, কেউই মৃত্যু খবর প্রদান করেনি; খবর প্রদান

الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

আরদ্বি তা''কুলু মিন্সায়াতাহূ ফালাম্মা- খার্র তাবাইয়্যানাতিল্ জ্বিন্ন্ আল্লাও কা-নূ ইয়া'লামূনাল্
করেছে পোকা, যে পোকা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন সে পতিত হল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয়

الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٥﴾ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ

গইবা মালাবিছূ ফিল্ 'আযা বিল্ মুহীন্। ১৫। লাক্বদ্ কা-না লিসাবায়িন্ ফী মাস্কানিহিম্ আ-ইয়াতুন্
অবগত থাকত, তবে এ অপমানকর কষ্টের মধ্যে তারা থাকত না।(১৫) 'সবার জন্য তাদের আবাস ভূমিতে নিদর্শন ছিল,

جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

জ্বান্নাতা-নি আইঁ ইয়ামীনিঁও অশিমা-লিন্ কুলূ মির্ রিয্ক্বি রব্বিকুম্ অশ্কুরূ লাহূ; বাল্দাতুন্ ত্বোয়াইয়্যিবাতুঁও
ডানে বামে দুটি বাগান ছিল, তোমরা তোমাদের রবের রিযিক আহার কর, এবং তাঁর শোকর আদায় কর; শহরটি উত্তম এবং

وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٦﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ

অরব্বুন্ গফূর্। ১৬। ফাআ'রদ্বূ ফায়ার্সাল্না- 'আলাইহিম্ সাইলাল্ 'আরিমি অবাদ্দাল্না-হুম্ বিজ্বান্নাতাইহিম্
রবও ক্ষমাশীল। (১৬) পরে তারা অবাধ্য হল, ফলে তাদেরকে বাঁধের বন্যায় প্লাবিত করলাম এবং তাদের উদ্যানদ্বয়কে

جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا

জ্বান্নাতাইনি যাওয়া-তাই উকুলিন্ খাম্ত্বিঁও অআছ্লিঁও অশাইয়িম্ মিন্ সিদ্রিন্ ক্বালীল্। ১৭। যা-লিকা জ্বাযাইনা-হুম্ বিমা-
এমনভাবে পরিবর্তন করলাম, যাতে আছে বিস্বাদ যুক্ত ফলমূল, ঝাউ গাছ ও কুল গাছ। (১৭) আমি তাদের কুফুরীর জন্য

كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٨﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي

কাফারূ; অহাল্ নুজ্বা-যী ~ ইল্লাল্ কাফূর্। ১৮। অজ্বা'আল্না -বাইনাহুম্ অবাইনাল্ কু-রল্লাতী
তাদেরকে এ শাস্তি দিলাম, আর আমি এমন শাস্তি অকৃতজ্ঞদেরকই দিয়ে থাকি। (১৮) তাদের জনপদ ও বরকতী গ্রামের

بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا

বা-রক্না- ফীহা-ক্বু-রান্ জোয়া-হিরাতাঁও অক্বাদ্দারনা- ফীহাস্ সাইর্; সীরূ ফীহা-লাইয়া- লিয়া আইয়্যা-মান্
মধ্যে দৃশ্যমান গ্রাম স্থাপন করেছি। সেসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছি, যেন নিরাপদে রাতদিন ভ্রমণ

آمِنِينَ ﴿١٩﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ

আ-মিনীন্।১৯। ফাক্বা-লূ রব্বানা-বা-'ইদ্ বাইনা আস্ফা-রিনা-অজোয়ালামূ ~ আন্ফুসাহুম্ ফাজ্বা'আল্না-হুম্ আহা-দীছা
কর। (১৯) তারা বলল, হে আমাদের রব! ভ্রমণ পথ দীর্ঘ করুন। তারা তো জুলুম করল নিজেদের প্রতি। আমি তাদেরকে কাহিনীতে

وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ

অমাযযাক্ব্-না-হুম্ কুল্লা মুমাযযাক্ব্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্লি-কুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্। ২০। অ লাক্বদ্ ছোয়াদ্দাক্বা

পরিণত করলাম, সম্পূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম; নিশ্চয়ই এতে আছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন । (২০) ইবলীসের ধারণা

عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ

'আলাইহিম্ ইবলীসু জোয়ান্নাহূ ফাত্তাবা'উহু ইল্লা-ফারীক্বম্ মিনাল্ মু''মিনীন্। ২১। অমা-কা-না লাহূ 'আলাইহিম্

তাদের জন্য সত্য হল, অতঃপর ঈমানদারদের এক দল ছাড়া অন্য সবাই তাকে মানল। (২১) আর যারা ঈমানদার তাদের ওপর

مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۭ وَرَبُّكَ عَلٰى

মিন্ সুল্ত্বোয়া-নিন্ ইল্লা-লিনা'লামা মাইঁ ইয়ু''মিনু বিল্আ-খিরা-তি মিম্মান হুওয়া মিন্হা-ফী শাক্; অরব্বুকা

তার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তাদের মধ্যে কারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, আর কারা সন্দেহে আপতিত, তা প্রকাশ করাই

كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢٢﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ

ع ২ ১২ ৮ রুকু

'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ হাফীজ্। ২২। ক্বু'লিদ'উ ল্লাযীনা যা'আম্তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি, লা-ইয়াম্লিকূনা

আমার উদ্দেশ্য। আমার রবই সব কিছু নিয়ন্ত্রক করে থাকেন। (২২) আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের ধারণার ইলাহকে

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ

মিছ্ক্বা-লা যার্রতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অলা-ফিল্ আরদ্বি অমা লাহুম্ ফীহিমা-মিন্ শির্কিঁও অমা-লাহূ

আহ্বান কর, তারা আসমান ও যমীনের সামান্য কিছুরও মালিক নয়, সামান্য অংশও তাদের নেই, এবং তাদের মধ্যে কেউ

مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٣﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۭ حَتّٰٓى اِذَا

মিন্হুম্ মিন্ জোয়াহীর্। ২৩। অলা-তান্ফা'উশ্ শাফা-'আতু 'ইন্দাহূ ~ ইল্লা- লিমান্ আযিনা লাহূ; হাত্তা ~ ইযা-

সহায়কও নয়। (২৩) কোন উপকারে আসবে না আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ। তিনি যাকে অনুমতি দেবেন তার সুপারিশ উপকারে

فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ☆

ফুয্যি'আ 'আন্ ক্বু লূবিহিম্ ক্বা-লূ মা-যা-ক্বা-লা রব্বুকুম্; ক্বা-লুল্ হাক্ব্ক্ব অ হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর্।

আসবে। যখন মন হতে ভয় দূর হয়, তখন তারা পরস্পর বলে, রব কি বললেন? তারা বলবে, 'সত্য' বলেছেন। তিনি উচ্চ, মহান।

﴿٢٤﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى

২৪। ক্বুল্ মাইঁয়্যার্ যুক্ব্কুম্ মিনাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি; ক্বুলিল্লা-হু অইন্না ~ আও ইয়্যা-কুম্ লা'আলা-

(২৪) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করে আসমান ও যমীন থেকে? আপনি বলুন, আল্লাহ। আমরা বা

আয়াত-২১ ঃ শয়তান কাফেরদেরকে জোরপূর্বক কুফুরীর উপর বাধ্য করতে পারে না, শুধু কুফুরীর দিকে আহবান করে ও প্ররোচনা দেয়। কিন্তু মানুষকে শয়তান প্ররোচনা দেয় যেন মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-২৪ ঃ কাফের মুশরিকরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহ রিযিকদাতা। কাজেই আল্লাহর নবীকে বলেন-আপনি বলে দিন! আমরা রিযিকদাতা আল্লাহর উপাসনা করি, তোমাদের উপাস্যরা সর্ব বিষয়ে অক্ষম। এ আয়াতে মুসলমান ও মুশরিকের পার্থক্য ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট। (ফতঃ বারী) (২) উভয় সম্প্রদায় তো সত্য কথা বলে না। এক সম্প্রদায় তো অবশ্যই সত্যবাদী, আর অপরটি মিথ্যাবাদী। সুতরাং চিন্তা কর এবং সত্যবাদীর কথা ধর। এতে এদেরও উত্তর দেয়া হল, যারা বলে- উভয় সম্প্রদায় পূর্ব হতে চলে আসছে। ঝগড়া করবার কি প্রয়োজন? (মুঃ কোঃ)

هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قُلْ لَّا تُسْئَلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا

হুদান্ আও ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ২৫। ক্বুল্-লা তুস্য়ালূনা 'আম্মা ~ আজ্‌রম্না-অলা-নুস্য়ালু 'আম্মা-
তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে। (২৫) বলুন, আমাদের পাপের জন্য তোমরা এবং তোমাদের কর্মের জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত

تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٦﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ

তা'মালূন্। ২৬। কুল্ ইয়াজ্‌মা'উ বাইনানা-রব্বুনা-ছুম্মা ইয়াফ্‌তাহু বাইনান- বিল্ হাক্ব; অহুওয়াল্ ফাত্তা-হুল্ 'আলীম্।
হব না। (২৬) বলুন, রবই আমাদেরকে সমবেত করবেন, পরে যথার্থ মীমাংসা করবেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, জ্ঞানী।

﴿٢٧﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

২৭। ক্বুল্ আরূ নিয়াল্ লাযীনা আল্‌হাক্ব্‌তুম্ বিহী শুরাকা — য়া কাল্লা-বাল্ হুওয়াল্লা-হুল্ 'আযীযুল্ হাকীম্।
(২৭) আপনি বলুন, তোমরা দেখাও সংশ্লিষ্ট শরীকদেরকে ; কখনো তারা শরীক নয়, বরং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

﴿٢٨﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

২৮। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-কা ইল্লা-কা — ফ্‌ফাতা লিন্না-সি বাশীরঁও অনাযীরঁও অলা-কিন্না আক্‌ছারন্না-সি লা-
(২৮) আমি তো আপনাকে সব মানুষের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, তবে অনেকেই তা অবগত

يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ

ইয়া'লামূন্। ২৯। অ ইয়াক্বূলূনা মাতা-হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দ্বিক্বীন্। ৩০। ক্বুল্ লাকুম্ মী'আ-দু
নয়। (২৯) তারা বলে, ওই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৩০) আপনি বলুন, নির্ধারিত দিন,

يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ

ইয়াওমিল্লা-তাস্‌তা''খিরূনা 'আন্‌হু সা-'আতাঁও অলা-তাস্‌তাক্ব্ দিমূ ন্। ৩১। অক্বালাল্ লাযীনা কাফারূ লান্ নু'মিনা
যাতে না বিলম্ব করতে পারবে, আর না তা অগ্রবর্তী করতে পারবে। (৩১) এবং কাফেররা বলে, আমরা ঈমান আনব না এ

بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ

বিহা-যাল্ ক্বুর্‌আ-নি অলা-বিল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি; অলাও তারা ~ ইযিজ্ জোয়া-লিমূনা মাওক্বূফূনা
কোরআনের উপর এবং পূর্বের কিতাবসমূহের উপরও আমরা ঈমান আনব না। যদি আপনি দেখতে পারতেন, যখন জালিমরা

عِنْدَ رَبِّهِمْ ج يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ ج يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا

'ইন্‌দা রব্বিহিম্ ইয়ার্‌জি'উ বা'দ্বুহুম্ ইলা-বা'দ্বিনিল্ ক্বাওলা ইয়াক্বূলুল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ
রবের সামনে দণ্ডায়মান হবে, তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে; তাদের মধ্যে যারা দুর্বল ছিল তারা শক্তিধরদেরে

لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

লিল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ লাওলা ~ আন্‌তুম্ লাকুন্না-মু''মিনীন্। ৩২। ক্বা-লা ল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ
লক্ষ্য করে বলবে, যদি তোমরা না থাকতে, তবে আমরা ঈমানদার হতে পারতাম হতাম। (৩২) যারা শক্তিধর ছিল তারা

ع ৭ রুকু

لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ

লিল্লাযী নাস্ তুদ্ব'ইফূ ~ আনাহ্নু ছোয়াদাদ্ না-কুম্ 'আনিল্ হুদা-বা'দা ইয্ জ্বা — য়াকুম্ বাল্ কুন্তুম্

দুর্বলদের বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়াত আসার পরও আমরা কি তোমাদেরকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম? বরং তোমরাই

مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ

মুজ্রিমীন্। ৩৩। অক্ব-লাল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ বাল্ মাক্রুল লাইলি অন

অপরাধী ছিলে।(৩৩) আর যারা দুর্বল তারা শক্তিধরদেরকে বলবে, তোমরা তো সব সময়ই রাত-দিনের ষড়যন্ত্র দ্বারা আমাদেরকে

النَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ

নাহা-রি ইয্ তা'মুরূ নানা ~ আন্ নাক্ফুরা বিল্লা-হি অনাজ্'আলা লাহূ ~ আন্দাদা-; অআসার্রু ন্নাদা-মাতা

আদেশ করতে, যেন আমরা আল্লাহর আনুগত্য না করি, আর (আল্লাহর সাথে) শরীক করি। আর যখন তারা আযাব দেখবে

لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا

লাম্মা-রায়ায়ুল্ 'আযা-ব্; অজ্বা'আল্নাল্ আগ্লা-লা ফী ~ 'আনা, ক্বি ল্লাযীনা কাফারূ; হাল্ ইয়ুজ্বযাওনা ইল্লা-

তখন তারা তাদের অনুতাপ গোপন রাখবে। আর আমি কাফেরদের গলে শৃঙ্খল পরাব। তাদের কর্মফলই তাদেরকে

مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا

মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৩৪। অমা ~ আর্সালনা-ফী-ক্বার্ইয়াতিম্ মিন্নাযীরিন্ ইল্লা-ক্বা-লা মুত্রাফূহা ~ ইন্না-

প্রদান করা হবে।(৩৪) যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই সেখানকার বিত্তশালী লোকরা বলত, তোমরা যা নিয়ে

بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا

বিমা ~ উর্সিল্তুম্ বিহী কা-ফিরূন্। ৩৫। অ ক্বা-লূ নাহ্নু আক্ছারু আমওয়া- লাঁও অআওলা-দাওঁ অমা-

আগমন করেছ তা আমরা মানি না।(৩৫) তারা আরো বলত, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে অধিক প্রাচুর্যশীল, আমরা কখনও

نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٦﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন্। ৩৬। ক্বুল্ ইন্না রব্বী ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্ক্ব লিমাই ইয়াশা — য়ু অইয়াক্বদিরু অলা-কিন্না আক্ছারন

দণ্ডিত হব না। (৩৬) বলুন, আমার রবই যাকে ইচ্ছা তাকে প্রচুর রিযিক প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা রিযিক কমিয়ে দেন, কিন্তু

শানেনুযূলঃ আয়াত-৩৪ঃ দুজন যৌথ ব্যবসায়ী লোকের একজন সওদা নিয়ে সিরিয়া চলে যায়, আর অপরজন অবস্থান করতে থাকে মক্কায়। সিরিয়া গমনকারী লোকটি সেখানে গিয়ে স্বাগ্রহে আসমানী কিতাবসমূহ দেখাশুনা করছিল। তখন মক্কায় রাসূল (ছঃ)-এর নবুওয়াতের ঝলকে পৃথিবীকে আলোকিত করছিল। ঐ লোক সিরিয়া থেকে আপন শরীকদারের নিকট লিখল, নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তির অবস্থা কি? উত্তরে সে মক্কা হতে লিখল, অধিকাংশ কোরেশী তো তাঁকে অস্বীকার করছে। অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর বহু দুর্বল লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে। "উত্তর পড়ে লোকটি ব্যবসা গুটিয়ে তৎক্ষণাৎই হুযূর (ছঃ)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হল এবং হুযূর (ছঃ)-কে বলল, "আপনার বক্তব্য ও লক্ষ্য কি? রাসূল (ছঃ) বললেন, "আমি এক অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি এবং প্রতিমা-পূজা ও আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে নিষেধ করছি।" এ লেখা পেয়ে লোকটি ঈমান আনল এবং বলল, চিরাচরিতভাবেই মহান আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারী এরূপ দুর্বল লোকেরাই হয়ে এসেছে, যাদেরকে সাধারণতঃ নিম্নস্তরের মনে করা হয় এবং অহংকারী নেতা ও প্রতাপশালী লোকেরা সর্বদা কুফুরী ও অহঙ্কার করেই আসছে। তখন আল্লাহপাক এ কথার সত্যায়ণের জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আয়াত-৩৫ ঃ রাসূল (ছঃ)-এর আহবানে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লক্ষ্য করে মক্কার কাফেররা বলত, আমরা মুসলমানদের অপেক্ষা ধন-সম্পদে এবং জনে ফরজন্দে অধিক। এতে প্রমাণিত যে, আমরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মনোনীত। অন্যথায় আমাদের প্রতি অথবা আমাদের আকীদার প্রতি যদি আল্লাহ নারাজ থাকত, তবে আমাদেরকে ধনবান এবং জন সমৃদ্ধশালী বানাতেন না। এর জবাবে আয়াতটি নাযিল হয়।

৪ ع ৬ ১০ রুকু

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا

না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৩৭। অমা ~ আম্ওয়া- লুকুম্ অলা ~ আওলা-দুকুম্ বিল্লাতী তুক্বররিবুকুম্ 'ইন্দানা-

অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।(৩৭) আর তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যে, যা তোমাদেরকে মর্যাদায়

زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا

যুল্ফা ~ ইল্লা-মান্ আ-মানা অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফাউলা — য়িকা লাহুম্ জ্বাযা — যুদ্ব দ্বি'ফি বিমা-আ'মিলূ

আমার নিকটতর করে দেবে, তবে যারা ঈমানদার এবং যারা পুণ্যবান তারা তাদের কর্মের জন্য বহু গুণ পুরস্কার পাবে, তারা

وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ

অহুম্ ফিল্ গুরুফা-তি আ-মিনূন্। ৩৮। অল্লাযীনা ইয়াস্'আওনা ফী ~ আ-ইয়াতিনা- 'মুআ-জ্বিযীনা উলা — য়িকা

বেহেশতের প্রাসাদসমূহে আরামে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার উদ্দেশে চেষ্টা করবে, তারা

فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

ফিল্ 'আযা-বি মুহ্দ্বোয়ারূন্।৩৯। কুল্ ইন্না রব্বী ইয়াব্সুতুর্ রিয্কা লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবাদিহী

আযাব ভোগ করবে। (৩৯) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব ইচ্ছামত বান্দার রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং ইচ্ছামত সীমিত

وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٤٠﴾ وَيَوْمَ

অইয়াক্বদিরু লাহ্; অমা ~ আন্ফাক্বতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাহুওয়া ইয়ুখ্লিফুহূ অহুওয়া খাইরুর্ র-যিক্বীন্। ৪০। অইয়াওমা

করে দেন; আর তোমরা যা ব্যয় করবে, তিনি তোমাদের ব্যয়ের প্রতিদান দেবেন, তিনিই উত্তম রিযিকদাতা। (৪০) আর যেদিন

يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا

ইয়াহ্শুরুহুম্ জ্বামী'আন্ ছুম্মা ইয়াক্বূলু লিল্মালা — য়িকাতি আ হা ~ যুলা — য়ি ইয়্যা-কুম্ কা-নূ ইয়া'বুদূন্। ৪১। ক্বা-লূ

তিনি সবাইকে একত্র করবেন, তারা পরে ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরাই কি তোমাদের উপাসনা করত? (৪১) তারা বলবে,

سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ج بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ج أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ

সুব্হা-নাকা আন্তা অলিয়্যুনা-মিন্ দূনিহিম্, বাল্ কা-নূ ইয়া'বুদূনাল্ জ্বিন্না আক্ছারুহুম্ বিহিম্

তোমার পবিত্রতা! তুমিই আমাদের বন্ধু, তারা ছাড়া; তারা তো জিনের উপাসনা করত, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ছিল

مُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ

মু'মিনূন্। ৪২। ফাল্ইয়াওমা লা-ইয়াম্লিকু বা'দুকুম্ লিবা'দ্বিন্ নাফ্আঁও অলা-দ্বোয়াররা-; অনাকূলু লিল্লাযীনা

জিনদের প্রতিবিশ্বাসী। (৪২) আজ তোমাদের কেউ কারও উপকার করার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। আর আমি

ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

জোয়ালামূ যূক্বূ 'আযা-বা ন্না-রিল্ লাতী কুন্তুম্ বিহা-তুকায্যিবূন্। ৪৩। অইযা-তুত্লা-'আলাইহিম্

তখন জালিমদেরকে বলব, তোমরা জাহান্নামের যে শাস্তিকে অস্বীকার করতে তা এখন ভোগ কর। (৪৩) আর যখন তাদেরকে

اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

আ-ইয়া-তুনা বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লূ-মা-হা-যা ~ ইল্লা-রাজুলুঁই ইয়ুরীদু আঁই ইয়াছুদ্দাকুম্ 'আম্মা কা-না ইয়া'বুদু

আমার আয়াত শুনান হয়, তখন তারা (নবীর সম্বন্ধে) বলে, এ ব্যক্তি কেবল এমন একজন লোক যে পূর্ব পুরুষদের মা'বুদ হতে

اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ

আ-বা — য়ুকুম্ অক্বা-লূ মা-হা-যা ~ ইল্লা ~ ইফ্‌কুম্ মুফ্‌তার ; অক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্‌হাক্বক্বি

তোমাদের বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা তো নিচক মিথ্যাই। আর যখন হক আসে তখন কাফেররা বলে, এটা তো

لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿৪৪﴾ وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا

লাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-সিহ্‌রুম্ মুবীন্। ৪৪। অমা ~ আ-তাইনা-হুম্ মিন্ কুতুবিঁই ইয়াদ্‌রুসূনাহা-

কেবল একটি প্রকাশ্য যাদু। (৪৪) আর আমি এদেরকে কোন কিতাব দেই নি যা তারা অধ্যয়ন করত, আর আপনার পূর্বে

وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿৪৫﴾ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا

অমা ~ আর্‌সাল্‌না ~ ইলাইহিম্ ক্বব্‌লাকা মিন্ নাযীর। ৪৫। অকায্‌যাবা বাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ অমা-বালাগূ

তাদের কাছে সতর্ককারীও প্রেরণ করেনি। (৪৫) আর এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, তাদেরকে যা দিয়েছি এরা তার

مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿৪৬﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ ع ৫ ৯ ১১ রুকু

মি'শা-র মা ~ আ-তাইনা-হুম্ ফাকায্‌যাবূ রুসুলী ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ৪৬। কুল্ ইন্নামা ~ আ'ইজুকুম্

দশমাংশও পায়নি, তবুও রাসূলকে তারা মান্য করেনি, কতই না ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি। (৪৬) আপনি বলুন, আমি

بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۫ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ

বিওয়া-হিদাতিন্ আন্ তাকুমূ লিল্লা-হি মাছ্‌না-অফুর-দা ছুম্মা তাতাফাক্কারূ মা-বিছোয়া-হিবিকুম্ মিন্ জিন্নাহ্;

কেবল একটি উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহর জন্য দু' দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, তার পর চিন্তা কর, দেখবে, তোমাদের

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿৪৭﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ

ইন্ হুওয়া ইল্লা-নাযীরুল্লাকুম্ বাইনা ইয়াদাই 'আযা-বিন্ শাদীদ্। ৪৭। ক্বুল্ মা-সায়াল্‌তুকুম্ মিন্

সাথী উন্মাদ নয়; তিনি তো আসন্ন শাস্তির ব্যাপারে একজন ভয় প্রদর্শনকারী। (৪৭) বলুন, তোমাদের কাছে প্রতিদান

اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿৪৮﴾ قُلْ

আজ্বরিন্ ফাহুওয়া লাকুম্; ইন্ আজ্বরিয়া ইল্লা-'আলাল্লা-হি অহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ৪৮। ক্বুল্

চাইলে তা তোমাদেরই জন্য। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর কাছে। তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী। (৪৮) আপনি বলুন,

আয়াত-৪৫ ঃ পূর্ববর্তীদের ধনৈশ্বর্য, শাসন ক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ ইত্যাদি কাছে মক্কাবাসীরা তার এক দশমাংশ নয় বরং সহস্র ভাগের একভাগও পায় নি। মক্কার কাফেরদের প্রতি এ নবী ও এ কোরআন সম্পূর্ণ নতুন। বনি ইসরাঈলীদের ন্যায় এদের উপর পূর্বে কোন কিতাবও অবতীর্ণ হয় নি। আর কোন নবীরও আগমন ঘটে নি। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে তারা আকাঙ্খা করত এবং বলত আমাদের প্রতি যদি কোন নবী আসে এবং আমাদের নিকট কোন কিতাব আসে, তবে আমরা অন্যের চেয়ে বেশি হেদায়েত গ্রহণ করব। আল্লাহ অনুগ্রহণ করে নবী ও কিতাব প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল, মানিলনা এবং শত্রুতা করতে লাগল। (ইবঃ কাঃ, মাঃ কোঃ)

إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٩﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ

ইন্না রব্বী ইয়াক্ব্‌যিফু বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি 'আল্লা- মুল্‌গুইয়ূব। ৪৯। ক্বুল্ জ্বা — য়াল্ হাক্ব্‌ক্বু অমা-ইয়ুব্‌দিয়ুল্

নিশ্চয় আমার রব তো সত্য বিস্তার করেন, তিনি অদৃশ্য সকল বিষয় জানেন। (৪৯) আপনি বলুন, সত্য এসে পড়েছে; এবং

الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٠﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ

বা-ত্বিলু অমা-ইয়ু'ঈদ্। ৫০। ক্বুল্ ইন্ দ্বোয়ালাল্‌তু ফাইন্নামা ~ আদিল্লু 'আলা- নাফ্‌সী অ ইনিহ্

মিথ্যা না নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, আর না পুনঃ আসবে। (৫০) আপনি বলুন, আমি যদি বিভ্রান্ত হই তবে বিভ্রান্তির পরিণতি

اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥١﴾ وَلَوْ تَرَىٰ

তাদাইতু ফাবিমা-ইয়ূহী ~ ইলাইয়্যা রব্বী-; ইন্নাহূ সামীউ'ন্ ক্বরীব্। ৫১। অলাও তারা ~

আমারই, আর সৎপথে থাকলে তা আমার রবের অহীর কারণেই। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন, অতি নিকটে আছেন। (৫১) আর যদি

إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٢﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ

ইয্ ফাযি'উ ফালা-ফাওতা অউখিয্ মিম্ মাকা-নিন্ ক্বরীব্। ৫২। অক্বা-লূ ~ আ-মান্না-বিহী

দেখতেন; যখন তারা ভীত হয়ে পড়বে তখন পালনোর পথও পাবে না, নিকট হতেই তারা ধৃত হবে। (৫২) তখন তারা বলবে,

وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَ

অ আন্না-লাহুমুত্তানা-য়ুশু মিম্ মাকা-নিম্ বাঈ'দ্। ৫৩। অক্বদ্ কাফারূ বিহী মিন্ ক্বব্‌লু, অ

তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এত দূর হতে নাগাল পাবে কি? (৫৩) অথচ তারা পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا

ইয়াক্ব্‌যিফূনা বিল্‌গইবি মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ্। ৫৪। অহীলা বাইনাহুম্ অবাইনা মা-

এবং দূর হতে অদৃশ্য বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) আর তাদের মধ্যে ও তাদের কাংক্ষিত বস্তুর মধ্যে অন্তরায়

ع ৬ ৯ ১২ রুকু

يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ

ইয়াশ্‌তাহূনা কামা ফু'ইলা বিআশ্‌ইয়া-'ইহিম্ মিন্ ক্বব্‌ল্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ফী শাক্‌কিম্ মুরীব্।

সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন তাদের পূর্বে সমপন্থীদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হয়েছিল, যা তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রেখেছিল।

সূরা ফা-ত্বির
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৫
রুকূ ঃ ৫

﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি জ্বা-'ইলিল্ মালা — য়িকাতি রুসুলান্ উলী ~

(১) আর আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, যিনি ফেরেশ্‌তাদেরকে রাসূল (বাণী বাহক)

أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ

আজ্নিহাতিম্ মাছ্না-অছুলা-ছা অরুবা -'আ; ইয়াযীদু ফিল্ খল্ক্বি মা-ইয়াশা — য়্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন
নিযুক্ত করেন, যারা দু'ই দু'ই, তিন তিন এবং চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছেমত বৃদ্ধি করেন আল্লাহ

قَدِيرٌ ② مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا

ক্বদীর্। ২। মা-ইয়াফ্তাহিল্লা-হু লিন্না-সি মির্ রহ্মাতিন্ ফালা-মুম্সিকা লাহা-অমা-ইয়ুম্সিক্ ফালা-
সর্বশক্তিমান। (২) আল্লাহ মানুষকে রহম করলে তা কেউই প্রতিরোধ করতে পারে না। তিনি বারণ করলে তা ছাড়বারও

مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ③ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ

মুর্সিলা লাহূ মিম্ বা'দিহ্; অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৩। ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সুয্ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি
কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (৩) হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহর যেসব নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। আল্লাহ

عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا

'আলাইকুম্; হাল্ মিন্ খ-লিক্বিন্ গাইরুল্লা-হি ইয়ার্যুকুকুম্ মিনাস্ সামা ~ য়ি অল্আর্দ্ব; লা ~ ইলা-হা ইল্লা-
ছাড়া এমন কোন স্রষ্টা আছে, কি? যে তোমাদেরকে আসমান-যমীন হতে রিযিক্ প্রদান করে থাকে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্

هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ④ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ

হুওয়া ফাআন্না-তু''ফাকূন। ৪। অই ইয়ুকায্যিবূকা ফাক্বদ্ কুয্যিবাত্ রুসুলুম্ মিন্ ক্বব্লিক্;
নেই। কোথায় ভ্রান্ত হয়ে যাও। (৪) আর এরা যদি অস্বীকার করে, তবে আপনার পূর্বেও এরা রাসূলদেরকে অস্বীকার

وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ⑤ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

অইলাল্লা-হি তুর্জা'উল্ উমূর্। ৫। ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সু ইন্না ওয়া'দা ল্লা-হি হাক্কুন্ ফালা- তাগুর্রন্নাকুমুল্
করেছে, আল্লাহর কাছেই সব প্রত্যাবর্তীত হবে। (৫) হে মানুষ! আল্লাহর ওয়াদা সত্য। পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই

ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ⑥ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ

হাইয়া-তুদ্দুন্ইয়া-অলা-ইয়াগুর্রন্নাকুম্ বিল্লা-হিল্ গরূর্। ৬। ইন্নাশ্ শাইত্বোয়ানা লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ ফাত্তাখিযূহু
তোমাদেরকে ধোঁকা প্রদান না করে, প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। (৬) শয়তান তোমাদের

عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ⑦ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ

'আদুওঅ-; ইন্নামা-ইয়াদ্'উ হিয্বাহূ লিইয়াকূনূ মিন্ আছ্হা-বিস্ সা'ঈর্। ৭। আল্লাযীনা কাফারূ লাহুম্
শত্রু, কাজেই তাকে শত্রুই ভাব; সে দলকে তো কেবল এজন্য ডাকে যেন জাহান্নামী হয়।(৭) আর যারা কাফেরদের তাদের

আয়াত-৩ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কথা বর্ণনার পর এখানে তাঁর পরিপূর্ণ অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা করছেন। বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর এবং তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আর সেই কৃতজ্ঞতা হল একত্ববাদী হওয়া এবং শিরক বর্জন করা। অতঃপর তিনি এখানে দুইটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করায়ে দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে তিনিই তোমাদের ইলাহ, স্রষ্টা ও প্রথম সৃজনকারী। এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব। এটি বর্ণিত প্রথম অনুগ্রহ। দ্বিতীয় অনুগ্রহ হল, তোমাদের সৃষ্টির পর তোমাদেরকে বর্তমান রাখার জন্য আসমান যমীন হতে জীবিকা দান করা। এ ব্যবস্থাও তিনিই করেন, যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে বর্তমান রেখেছেন। সুতরাং, এতবড় নিয়ামতের মালিক যখন আল্লাহ্ তখন এ ফলাফলই বেরিয়ে আসে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। সুতরাং তোমরা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে বিপরীত দিকে কোথায় যাচ্ছ?

১ ع ৭ ১৩ রুকু

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞

'আযা-বুন্ শাদীদ্; অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লি- হাতি লাহুম্ মাগ্ফিরতুঁও অআজ্ব্রুন্ কাবীর্।

জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি; যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي ⑧

৮। আফামান্ যুইয়্যিনা লাহূ সূ — য়ু 'আমালিহী ফারয়া-হু হাসানা-; ফাইন্নাল্লা-হা ইয়ুদ্বিল্লু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্দী

(৮) যদি কাকেও তার কুকর্ম মনোরম করে দেখান হয়, তবে সে তা ভাল দেখে। অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ইচ্ছামত বিভ্রান্ত

مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞

মাইঁ ইয়্যাশা — য়ু ফালা-তায্হাব্ নাফ্সুকা 'আলাইহিম্ হাসার-ত্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম বিমা-ইয়াছ্না'উন্।

করেন ও ইচ্ছামত পথ দেখান। আপনার মন যেন তাদের জন্য আফসোস না করে। তাদের কৃত কর্ম আল্লাহ জানেন।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ⑨

৯। অল্লা-হুল্লাযী ~ আর্সালার্ রিয়াহা ফাতুছীরু সাহা-বান্ ফাসুক্ব্না-হু ইলা-বালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফাআহ্ইয়াইনা-বিহিল্

(৯) নিশ্চয়ই আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, তার পর তা মেঘ সঞ্চালিত করে, আমিই তাকে পরিচালিত করি মৃত ভূমির দিকে,

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ⑩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

আর্দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-; কাযা-লিকান্ নুশূর্। ১০। মান্ কা-না ইয়ুরীদুল্ 'ইয্যাতা ফালিল্লা-হিল্ 'ইয্যাতু

তারপর তার পানি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবন্ত করি। এভাবেই মানুষ কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থান হবে। (১০) কেউ যদি মর্যাদা

جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ

জ্বামী'আ-; ইলাইহি ইয়াছ্'আদুল্ কালিমুত্ত্ব্ ত্বোয়াইয়িবু অল্ 'আমালুছ্ ছোয়া-লিহু ইয়ার্ফা'উহ্ ;অল্লাযীনা

চায় তবে সে জেনে রাখুক, সমস্ত মর্যাদা তো কেবল আল্লাহর। পবিত্রবাণী তার কাছেই ওঠে। নেক কাজ তাঁকে তুলে দেয়।

يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ⑪ وَاللَّهُ

ইয়াম্কুরূনাস্ সাইয়িয়া-তি লাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদ্; অমাক্রু উলা — য়িকা হুওয়া ইয়াবূর্। ১১। অল্লা-হু

মন্দ কাজে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ

খলাক্ব্কুম্ মিন্ তুর-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্ব্ফাতিন্ ছুম্মা জ্বা'আলাকুম্ আয্ওয়া জ্বা-; অমা-তাহ্মিলু মিন্ উন্ছা-

মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু হতে; পরে তোমাদেরকে যুগল করলেন, আর তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ

অলা- তাদ্বোয়া'উ ইল্লা-বি'ইল্মিহ্; অমা-ইয়ু'আম্মারু মিম্ মু'আম্মারিও অলা-ইয়ুন্কছু মিন্ 'উমুরিহী ~ ইল্লা-ফী কিতা-ব্;

করে না এবং সন্তান প্রসব করে না। আর এভাবে কারো হায়াত না বৃদ্ধি করা হয় আর না কমানও হয়, তা নির্ধারিত আছে। ৭৮।

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٢﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۖ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ

ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্। ১২। অমা-ইয়াস্তাওয়িল্ বাহ্‌র-নি হাযা-'আয্‌বুন্ ফুরা-তুন্ সা — য়িগুন্
নিশ্চয়ই একাজ আল্লাহর কাছে অতিব সহজ। (১২) আর দু নদী সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট, পিপাসা নিবারণকারী,

شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ

শার-বুহূ অহা-যা-মিল্‌হুন্ উজা-জ্; অমিন্ কুল্লিন্ তা''কুলূনা লাহ্‌মান্ ত্বোয়ারিয়্যাঁও অতাস্‌তাখ্‌রিজূনা
আর অপরটি লোনা, খর। তোমরা প্রত্যেকটি হতে তাজা মাছ আহরণ কর, তোমরা তোমাদের পরিধেয় অলংকার বের কর;

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *

হিল্‌ইয়াতান্ তাল্‌বাসূনাহা-অতারাল্ ফুল্‌কা-ফীহি মাওয়া-খির লিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্।
দেখছেন যে, নৌযান কিভাবে তার বুক চিরে চলে, যেন তোমরা অনুগ্রহ তালাশ কর। আর যাতে তেমারা কৃতজ্ঞ হও।

﴿١٣﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز

১৩। ইয়ূলিজুল্লাইলা ফিন্ নাহা-রি অ ইয়ূলিজুন্নাহা-র ফি ল্লাইলি অসাখ্‌খরশ্ শাম্‌সা অল্ ক্বামার
(১৩) তিনি রাতকে দিবসের মধ্যে, দিবসকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রত্যেকে

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

কুল্লুই ইয়াজ্‌রী লিআজালিম্ মুসাম্মা; যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্ লাহুল্ মুল্‌ক; অল্লাযীনা তাদ্‌'উনা মিন্
নির্দিষ্ট কাল চলে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব তাঁরই জন্য সার্বভৌমত্ব। তাঁকে ছাড়া যাকে তোমরা আহ্বান কর, তারা তো

دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٤﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا

দূনিহী মা- ইয়াম্‌লিকূনা মিন্ ক্বিত্বমীর্। ১৪। ইন্ তাদ্‌'উহুম্ লা-ইয়াস্‌মা'উ দুআ' — য়াকুম্ অলাও সামি'উ
খেজুরের আটির মালিকও নয়। (১৪) যদি তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর তবুও তোমাদের আহ্বান তারা শুনবে না,

مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ

মাস্‌তাজা-বূ লাকুম্; অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরূনা বিশির্‌কিকুম্; অলাইয়ুনাব্বিয়ুকা মিছ্‌লু
শুনলেও সাড়া দেবে না; কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক্ সাব্যস্ত করাকে প্রত্যাখ্যান করবে। অভিজ্ঞ আল্লাহর ন্যায়

তিন চতুর্থাংশ ● ২

خَبِيرٍ ﴿١٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * ع ٧

খবীর্। ১৫। ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সু আন্‌তুমুল্ ফুক্বার — য়ু ইলাল্লা-হি অল্লা-হু হুওয়াল্ গানিয়্যুল্ হামীদ্। ১৪ রুকু
কেউই আপনাকে খবর দেবে না। (১৫) হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী; আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

আয়াত-১২ ঃ অর্থাৎ কুফর আর ইসলাম সমান নয়। আল্লাহ্ কুফরকে পরাভূত করবেনই। যদিও তোমরা উভয় হতে উপকৃত হবে। মুসলমানদের থেকে দ্বীনের শক্তি, আর কাফের হতে জিযিয়া, খাজনা ইত্যাদি দ্বারা। গোশ্ত, অর্থাৎ মিষ্টি মাছ ও লবণাক্ত উভয় প্রকার সমুদ্র হতে পাওয়া যায়। আর অলঙ্কার অর্থাৎ মুক্তা, মুগা ও মণি ইত্যাদি অধিকক্ষেত্রে লবণাক্ত আর কখনও কখনও মিষ্টি সমুদ্রেও পাওয়া যায়। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-১৩ঃ সব কিছুর মালিক আল্লাহ, তাঁর রাজত্বে কারও কোন মালিকানা নেই। কিয়ামত দিবসে মুশারিকরা তাদের উপাস্যদের নিকটস্থ হলে তারা রেগে বলবে- তোমরা মিথ্যাবাদী। আমরা কি তোমাদেরকে সাহায্য চাইতে বলেছিলাম? আমাদের তো অক্ষমই ছিলাম। যাও যেমন করেছে তেমন ভুগবে। এভাবে আল্লাহ্ মুশরিকদের বিশ্বাসের মূল কর্তন করে দিলেন। (ইমামুল হিন্দ)

١٦ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ١٧ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ *

১৬। ইঁইয়াশা'' ইয়ুয্হিব্কুম্ অইয়া''তি বিখল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ১৭। অমা-যা-লিকা 'আলা ল্লা-হি বি'আযীয্।

(১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। (১৭) আর এরূপ করা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।

١٨ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ

১৮। অলা-তাযিরু অ-যিরাতুঁও ওয়িয্র- উখ্র-;অইন্ তাদ্'উ মুছ্ক্বলাতুন্ ইলা-হিম্লিহা লা- ইয়ুহ্মাল্ মিন্হু

(১৮) কোন বোঝার বহনকারী অপরের কোন বোঝা বহন করবে না, ভারগ্রস্ত তার ভার বইতে কাকেও ডাকলে কেউই

شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟

শাইয়ুঁও অলাও কা-না যা-কু্রবা-; ইন্নামা-তুন্যিরুল্ লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রব্বাহুম্ বিল্গইবি অআক্ব-মুছ্

বহন করবে না, যদিও নিকট আত্মীয় হয়। আপনি সতর্ক করুন,কেবল তাদেরকে যারা না দেখে রবকে ডরায় ও নামায

ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٩ وَمَا يَسْتَوِى

ছলাহ্; অমান্ তাযাক্কা- ফাইন্নামা-ইয়াতযাক্কা- লিনাফ্সিহ্; অইলাল্লা- হিল্ মাছীর্। ১৯। অমা- ইয়াস্তাওয়িল্

প্রতিষ্ঠা করে। যে নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের জন্যই করে। আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) সমান নয়,

ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ٢٠ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ٢١ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ٢٢ وَمَا

আ'মা- অল্বাছীর্। ২০। অলাজ্জুলুমাতু অলা-ন্নূর্। ২১। অলাজ্জিল্লু অলাল্ হারূর্। ২২। অমা-

অন্ধ আর চক্ষুষ্মান। (২০) আর সমান নয় অন্ধকার আর আলো। (২১) আর না সমান ছায়া ও রৌদ্র। (২২) আর

يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ

ইয়াস্ তাওয়িল্ আহ্ইয়া — য়ু অলাল্ আম্ওয়া-ত্; ইন্নাল্লা -হা ইয়ুস্মি'উ মাইঁ ইয়াশা — য়ু অমা ~ আন্তা বিমুস্মি'ইম্

জীবিত আর মৃত এক নয়; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করিয়ে থাকেন। আর আপনি তাদেরকে শ্রবণ করাতে সক্ষম নন,

مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ٢٣ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٤ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ

মান্ ফিল্ কুবূর্। ২৩। ইন্ আন্তা ইল্লা-নাযীর্। ২৪। ইন্না ~ আর্সাল্না- কা বিল্হাক্বি বাশীরাঁও অনাযীর-;

যারা কবরবাসী। (২৩) আপনি সাবধানকারী মাত্র। (২৪) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٢٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن

অইম্মিন্ উম্মাতিন্ ইল্লা-খলা-ফীহা-নাযীর্। ২৫। অইঁ ইয়ুকায্যিবূকা ফাক্বদ্ কায্যাবাল্ লাযীনা মিন্

ও সতর্ককারীরূপে; প্রত্যেক জাতির কাছে সতর্ককারী এসেছে।(২৫) এরা যদি আপনাকে মিথ্যা বলে তবে, পূর্ববর্তীদেরকেও

قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ٢٦ ثُمَّ أَخَذْتُ

ক্বব্লিহিম্ জ্বা — য়াত্হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়িনা-তি অবিয্যুবুরি অবিল্ কিতা-বিল্ মুনীর্। ২৬। ছুম্মা আখায্ তুল্

এরা মিথ্যা বলেছে, তাদের কাছে রাসূলরা নিদর্শন, স্মারক ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে এসেছেন। (২৬) পরে কাফেরদেরকে

الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ع ৩ ১২ ১৫ রুকু

লাযীনা কাফারূ ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ২৭। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা আন্যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্

পাকড়াও করেছি, কী মারাত্মক ছিল আমার আযাব! (২৭) আপনি কি দেখেন নি যে, আল্লাহ বর্ষণ করেন আকাশ হতে

فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ

ফাআখ্রজ্না-বিহী ছামার-তিম্ মুখ্তালিফান্ আল্ওয়া-নুহা-; অমিনাল্ জ্বিবা-লি জুদাদুম্ বীদ্বুঁও অহুম্রুম্ মুখ্তালিফুন্

পানি, অতঃপর আমি তা হতে বিভিন্ন রং এর ফল উদ্গত করেছি, (এভাবে) পর্বতমালাও রয়েছে যার বিভিন্ন অংশে সাদা,

أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ

আল্ওয়ানুহা- অ গরা-বীবু সূদ্। ২৮। অমিনান্ না-সি অদ্ দাওয়া — ব্বি অল্ আন্'আ-মি মুখ্তালিফুন্

লাল ও কাল গিরি পথ আছে। (২৮) আর এভাবে মানবজাতি, প্রাণীসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বিভিন্ন রং রয়েছে।

أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ *

আল্ওয়া-নুহূ কাযা-লিক্; ইন্নামা-ইয়াখ্শাল্লা-হা মিন্ 'ইবা-দিহিল্ 'উলামা — য়; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ গফূর্।

নিশ্চয়ই আল্লাহকে ঐ সব বান্দাহরাই ভয় করে থাকে যারা জ্ঞান রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহা ক্ষমাশীল।

﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

২৯। ইন্নাল্লাযী না ইয়াত্লূ না কিতাবা-ল্লা-হি অ আক্বা-মুছ্ ছলা-তা অ আন্ফাক্বূ মিম্মা- রযাক্ব্না-হুম্ সির্রঁও

(২৯) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পড়ে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, প্রাপ্ত রিযিক হতে গোপনে, প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই এমন

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٠﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن

'আলা-নিয়াতাঁই ইয়ারজুূনা তিজ্বা-রতাল্লান্ তাবূর্। ৩০। লিইয়ু ওয়াফ্ফিয়াহুম্ উজ্বূরহুম্ অইয়াযীদাহুম্ মিন্

ব্যবসার আশা করতে পারে যাতে কখনও লোকসান হবে না। (৩০) যেন তিনি তাদের কর্মফল স্বীয় করুণায় বেশি

فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣١﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

ফাদ্বলিহ্; ইন্নাহূ গফূরুন্ শাকূর। ৩১। অল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি হুওয়াল্ হাক্বু ক্বু

দেন, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আপনার প্রতি আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সম্পূর্ণ সত্য।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহ্; ইন্না ল্লা-হা বি'ইবা-দিহী লাখাবীরুম্ বাছীর্। ৩২। ছুম্মা আওরছ্না নাল্ কিতা-বাল্লাযীনাছ্

যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন, দেখেন। (৩২) অতঃপর মনোনীত বান্দাহদেরকে

আয়াত-২৮ ঃ অর্থাৎ কেবল উদ্ভিদ ও নির্জীব পদার্থ সমূহেই এ বিচিত্র লীলা শেষ নয়; বরং জীব-জন্তু সমূহেও এই বিচিত্র শোভা বিদ্যমান আছে। স্বয়ং মানুষের প্রতি লক্ষ্য কর– একই মাতা-পিতা হতে একই অঞ্চলে জন্মিয়ে একই আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়ে ও ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন রং-এর হয়– কেউ কাল, কেউ বা ফরসা। যমীনে বিচরণকারী কীট-পতঙ্গ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি দেখ একই বিভাগের প্রাণী অথচ বিভিন্ন রং ও আকৃতির। চতুষ্পদ জন্তসমূহও এক জাতীয় পশু হওয়া এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করে তাদের নিকট সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে যায় যে, এই সমস্ত আবর্তন-বিবর্তন একমাত্র সেই সর্বাধিনায়ক মহা শক্তি ধর আল্লাহর কর্তৃত্বেই হচ্ছে। আল্লাহর এরূপ কুদরতের প্রতি চিন্তাশীল লোকেরা তাঁর শক্তির সামনে সর্বদা ভীত থাকে।

اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

ত্বোফাইনা-মিন্ 'ইবা-দিনা- ফামিন্‌হুম্ জোয়া-লিমুল্ লিনাফ্‌সিহী অমিন্‌হুম্ মক্ব্‌তাছিদুন্ অমিন্‌হুম্ সা-বিক্বুম্ বিল্‌খইর-তি

কিতাব প্রদান করলাম, যাদেরকে আমি পছন্দ করেছি, তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ কেউ

بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٣﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ

বিইয্‌নিল্লা-হ্;যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর্ । ৩৩ । জান্না-তু 'আদ্‌নিইঁ ইয়াদ্‌খুলূনাহা-ইয়ুহাল্লাওনা

আল্লাহর আদেশে কল্যাণে অগ্রগামী। এটাই তাদের প্রতি বিরাট করুণা। (৩৩) আর তারা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে,

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ

ফীহা- মিন্ আসা-ওয়ির মিন্ যাহাবিঁও অলু''লুওয়ান্ অলিবা-সুহুম্ ফীহা-হারীর্ । ৩৪ । অ ক্বা-লুল্ হাম্‌দু

সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা পরান হবে; আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা বলবে,

لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ

লিল্লা-হিল্লাযী ~ আয্‌হাবা 'আন্নাল্ হাযান্; ইন্না রব্বানা-লাগফূরুন্ শাকূর্ ।৩৫। আল্লাযী ~ আহাল্লানা-দা-রল্

আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের দুঃখ দূর করলেন; নিশ্চয়ই আমাদের রব বড়ই ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহ

الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ

মুক্ব-মাতি মিন্ ফাদ্বলিহী লা- ইয়ামাস্‌সুনা-ফীহা-নাছোয়াবুঁও অলা- ইয়ামাস্‌সুনা-ফীহা-লুগূব্ । ৩৬ । অল্লাযীনা

আমাদেরকে অনন্ত আবাস দিলেন, সেথায় আমাদের কোন ক্লেশ নেই, সেখানে নেই কোন ক্লান্তি। (৩৬) এবং যারা

كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ

কাফারূ লাহুম্ না-রু জ্বাহান্নামা, লা-ইয়ুক্ব্‌দ্বোয়া-'আলাইহিম্ ফাইয়ামূতূ অলা-ইয়ুখাফ্‌ফাফু 'আন্‌হুম্ মিন্

কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তখন মৃত্যুর ফয়সালা হবে না, তাদের শাস্তিও লাঘব করা হবে না।

عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٧﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

'আযা-বিহা-; কাযা-লিকা নাজ্‌যী কুল্লা কাফূর্ ।৩৭। অহুম্ ইয়াছ্‌তোয়ারিখূনা ফীহা-রব্বানা ~ আখ্‌রিজ্‌না-

আমি এ'ভাবেই প্রত্যেক কাফেরকে শাস্তি দেব। (৩৭) আর তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের রব! মুক্তি দাও,

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ

না'মাল্ ; ছোয়া-লিহান্ গাইরল্লাযী কুন্না-না'মাল্; আওয়ালাম্ নু'আম্মিরকুম্ মা -ইয়াতযাক্কারু ফীহি মান্ তাযাক্কার

4

ভাল করব, পূর্বে যা করতাম তা আর করব না। আমি কি দীর্ঘ জীবন দেই নি, যেখানে সতর্ক হতে চাইলে, হতে পারতে?

ع ১১ ১৬ রুকু

وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٨﴾ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ

অজ্বা — য়া কুমুন্নাযীর্; ফাযূক্বূ ফামা- লিজ্‌জোয়া-লিমীনা মিন্ নাছীর্ । ৩৮ । ইন্নাল্লা-হা 'আ-লিমু গইবিস্

সতর্ককারী তোমাদের কাছে এসেছিল; শাস্তি ভোগ কর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।(৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশ মণ্ডল ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٩﴾ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ

সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ৩৯। হুওয়া ল্লাযী জ্বা'আলাকুম্

পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানেন। নিশ্চয়ই তাদের অন্তরের বিষয়সমূহও তিনি অবহিত।(৩৯) তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে

خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ

খালা — য়িফা ফিল্ আরদ্ব; ফামান্ কাফার ফা'আলাইহি কুফ্রুহ্; অলা-ইয়াযীদুল্ কা-ফিরীনা কুফ্রুহুম্

যমীনে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং যারা কুফুরী করে তাদের কুফুরীর জন্য তারাই দায়ী, কাফেরদের কুফুরী তো তাদের

عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿٤٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

'ইন্দা রব্বিহিম্ ইল্লা-মাক্ব্তান্ অলা-ইয়াযীদুল্ কা-ফিরীনা কুফ্রুহুম্ ইল্লা-খসা-র -। ৪০। ক্বুল্ আরয়াইতুম্

রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফুরী তো তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ

شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ

শুরাকা — য়া কুমুল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হ্; আরূনী মা-যা-খলাক্বূ মিনাল্ আরদ্বি

ছাড়া যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছ তাদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও,যমীনের কোন অংশ সৃষ্টি করে থাকলে,

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ

আম্ লাহুম্ শিরকুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি, আম্ আ-তাইনা-হুম্ কিতা-বান্ ফাহুম্ 'আলা-বাইয়িনা-তিম্ মিন্হু বাল্ ইঁ

না কি আকাশে (সৃষ্টিতে) তাদের অংশ আছে? বা তাদেরকে কোন কিতাব প্রদান করেছি,যা তারা প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারে?

يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤١﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ

ইঁইয়া'ইদুজ্ জোয়া-লিমূনা বা'দ্বুহুম্ বা'দ্বোয়ান্ ইল্লা-গুরূর-। ৪১। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুম্সিকুস্ সামা-ওয়া-তি অল্

বরং জালিমরা পরস্পরকে নিরেট প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।(৪১) আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রেখেছেন,

الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ

আর্দ্বোয়া আন্ তাযূলা অলায়িন্ যা-লাতা ~ ইন্ আম্সাকাহুমা- মিন্ আহাদিম্ মিম্ বা'দিহ্; ইন্নাহূ

যেন তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি স্থানচ্যুত হয়, তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখতে পারবে না। তিনি

كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٢﴾ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ

কা-না হালীমান্ গফূর-। ৪২। অআক্ব্সামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্ লায়িন্ জ্বা — য়াহুম্ নাযীরুল্ লাইয়াকূ নান্না

সহনশীল, ক্ষমাশীল। (৪২) আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলত যে, সতর্ককারী আসলে অন্য সকল সম্প্রদায়ের

اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۨ

আহ্দা- মিন্ 'ইহ্দাল্ উমামি ফালাম্মা- জ্বা — য়াহুম্ নাযীরুম্ মা-যা-দাহুম্ ইল্লা-নুফূর-।

পূর্বে তারাই সৎপথ কবূলকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যখন সতর্ককারী তাদের নিকট আসল তখন তাদের বিমুখতাই বাড়ল।

٤٣ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا

৪৩। নিস্ তিক্বা-রান্ ফিল্ আরদ্বি অমাক্র-স্ সাইয়্যিয়ি; অলা-ইয়াহীক্বুল্ মাক্রুস্ সাইয়্যিয়্যু ইল্লা-

(৪৩) যমীনে তাদের আত্ম অহংকার এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে। আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল উদ্যোক্তার উপরেই পতিত হয়ে থাকে।

بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

বিআহ্লিহ্; ফাহাল্ ইয়ান্জুরূনা ইল্লা-সুন্নাতাল্ আউয়্যালীনা ফালান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি

অতএব তারা কি তবে তাদের পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদের নীতির প্রতীক্ষায় রয়েছে? আর আল্লাহর নীতিতে আপনি কোন পরিবর্তন

تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ٤٤ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

তাব্দীলান্ অলান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাহ্ওয়ীলা-। ৪৪। আওয়া লাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আরদ্বি

কখনও পাবেন না, আর সে নীতিতে আপনি কোন নড়চড়ও পাবেন না। (৪৪) তারা কি যমীনে ভ্রমন করেনি? যদি করত

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ

ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না আ-'ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্ অকা ~ নূ আশাদ্দা মিন্হুম্ ক্বু ওয়্যাহ্;

তবে তারা দেখতে পেত কেমন পরিণাম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী লোকদের। তারা তো তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিধর ছিল,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا

অমা-কা- নাল্লা-হু লিইয়্যু'জ্বিযাহূ মিন্ শাইয়িন্- ফিস্ সামা-ওয়াতি অলা-ফিল্ আরদ্ব; ইন্নাহূ কা-না 'আলীমান্

কিন্তু আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তার কোন বস্তু আল্লাহকে অক্ষম করার নেই। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় জ্ঞানবান

قَدِيرًا ٤٥ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ

ক্বাদীর-। ৪৫। অলাও ইয়ুয়া-খিযু ল্লা-হুন্ না-সা বিমা-কাসাবূ মা-তারকা 'আলা-জোয়াহ্রিহা- মিন্ দা — ব্বাতিঁও অলা-কিঁই

শক্তিমান। (৪৫) আর যদি আল্লাহ মানুষের কর্মের কারণে শাস্তি দিতেন, তবে কোন বস্তুকে রেহাই দিতেন না, তবে তিনি নির্দিষ্টকাল

ع ৫ ৮ ১৭ রুকু

يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

ইয়ুয়াখ্খিরু হুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ফাইযা জ্বা ~ য়া আজ্বালুহুম্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বি'ইবা-দিহী বাছীর-

পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর যখন ঐ সময় এসে পৌছবে, তখন আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহদের সব দেখেন।

সূরা ইয়া-সীন্

মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৩

রুকূ ঃ ৫

يس ١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১। ইয়া-সী — ন্ ২। অল্ ক্বুর্ আ-নিল্ হাকীম্। ৩। ইন্নাকা লামিনাল্ মুর্সালীন্। ৪। 'আলা-ছির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্।

(১) ইয়া সী ন, (২) শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, (৩) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলদের একজন। (৪) সরল সঠিক পথে আছেন।

٥ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٦ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ٧ لَقَدْ

৫। তান্‌যীলাল্ 'আযীযির্ রহীম্। ৬। লিতুন্‌যিরা ক্বওমাম্ মা ~ উন্‌যিরা আ-বা — য়ুহুম্ ফাহুম্ গ-ফিলূন্ ।৭। লাক্বাদ্
(৫) পরাক্রমশালী দয়ালুর অবতারিত, (৬) যেন জাতিকে সর্তক করেন, যাদের পূর্বপুরুষদের সর্তক করা হয়নি। তারা উদাসীন ছিল। (৭) তাদের

حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا

হাক্ব্ ক্বল্ ক্বওলু 'আলা ~ আক্‌ছারিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্। ৮। ইন্না-জ্বা'আল্‌না-ফী ~ আ'না-ক্বিহিম্ আগ্‌লা-লান্
অধিকাংশ লোকের জন্য স্থির হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।(৮) আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত শিকল লাগিয়ে

فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ٩ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

ফাহিয়া ইলাল্ আয্‌ক্বা-নি ফাহুম্ মুক্ব্ মাহূন্। ৯। অজ্বা'আল্‌না-মিম্ বাইনি আইদী হিম্ সাদ্দাঁও অমিন্
দিয়েছি, ফলে তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে আছে। (৯) আর আমি তাদের সামনেও প্রাচীর রেখে দিয়েছি আর তাদের পেছনে প্রাচীর

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ

খল্‌ফিহিম্ সাদ্দান্ ফায়াগ্‌শাইনা-হুম ফাহুম্ লা-ইয়ুব্‌ছিরূন্। ১০। অসাওয়া — য়ুন্ 'আলাইহিম্ আ আন্‌যারতাহুম্ আম্
রেখে দিয়েছি, তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। (১০) আর আপনি তাদেরকে সর্তক করেন আর না করেন,

لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ

লাম্ তুন্‌যির্‌হুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্। ১১। ইন্নামা-তুন্‌যিরু মানিত্তাবা'আয্ যিকর অখশিয়ার্ রাহ্‌মা-না
তাদের নিকট সবই সমান, তারা ঈমান আনবে না। (১১) আপনি কেবল তাকেই সাবধান করতে পারেন, যে উপদেশ

بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١٢ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ

বিল্‌গাইবি ফাবাশ্‌শির্‌হু বিমাগ্‌ফিরতিঁও অআজ্‌রিন্ কারীম্। ১২। ইন্না-নাহ্‌নু নুহ্‌য়িল্ মাওতা- অনাক্‌তুবু
মান্যকারী এবং না দেখে দয়াময়ের ভয়ে ভীত, তাকে ক্ষমা ও সুপ্রতিদানের সুসংবাদ দিন। (১২) মৃতকে আমিই জীবিত করি,

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণীত রসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীন কোরআনের হৃদপিণ্ড। ইমাম গাযযালী (রঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃদপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় পরকাল ও হাশর-নশরের বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের প্রতি ঈমান ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার ওপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। আখেরাতের ভয়ই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। কাজেই, দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। তেমনি সূরা ইয়াসিন কোরআনের হৃদপিণ্ড স্বরূপ।

এ সূরার যেমন সূরা ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, এক হাদীছে এর নাম "আযীমা"ও বর্ণিত রয়েছে, তওরাতে এ সূরার নাম "মুয়িম্মাহ্" বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকের জন্যে ইহ-পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম "শরীফ" বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর সুপারিশ "রবীয়া" গোত্র অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের জন্যে কবুল হবে। কোন কোন বর্ণনায় এর নাম "মুদাফিয়াও" বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এই সূরা যারা পাঠ করে তাদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। অনেক বর্ণনায় এর নাম "কাফিয়া" ও উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন পূর্ণ করে। (রূহুল মা'আনী)

"ইয়া-সী—ন" শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি হল, এটি খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তফসীরের সংক্ষিপ্ত সারে এ কথাই বলা হয়েছে। আহকামুল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালিকের উক্তি, এটি আল্লাহ পাকের অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এক বর্ণনায় তা-ই বর্ণিত হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এটি আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ "হে মানুষ" আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম (ছঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবায়ের (রাঃ)-এর বক্তব্য হতে জানা যায়, "ইয়াসীন" রসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নাম। রুহুল মা'আনীতে আছে ইয়া ও সীন এ দুটি অক্ষর দিয়ে নবী করীম (ছঃ)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য লুকায়িত রয়েছে।

১ ع ১২ ১৮ রুকু

مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٣﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ

মা-ক্বাদ্দামূ অআ-ছা-রহুম্; অকুল্লা শাইয়িন্ আহ্ছোয়াইনা-হু ফী ~ ইমা-মিম্ মুবীন্ । ১৩ । অদ্বরিব্ লাহুম্
এবং তাদের কৃত কর্ম ও স্মৃতিচিহ্ন লিখে রেখেছি; প্রত্যেক বিষয়ই স্পষ্টভাবে লিপিতে সংরক্ষিত রেখেছি। (১৩) তাদেরকে এক

مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

মাছালান্ আছ্হা-বাল্ ক্বরইয়াহ্; ইয্ জা — য়াহাল্ মুর্সালূন্ । ১৪ । ইয্ আর্সালনা ~ ইলাইহিমুছ্ নাইনি
জনপদবাসীর উপমা দিন, যখন তাদের কাছে আগমন করেছিল কয়েকজন রাসূল। (১৪) যখন দুজন রাসূল পাঠালাম, তখন তারা

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا مَا

ফাকায্যাবূহুমা- ফা'আয্যায্না-বিছা-লিছিন্ ফাক্ব-লূ ~ ইন্না ~ ইলাইকুম্ মুর্সালূন্ । ১৫ । ক্বা-লূ মা ~
তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তৃতীয় জন দ্বারা তাদেরকে সহায়তা দিলাম; তারা বলল ,আমরা রাসূলই ।(১৫) তারা বলল,

أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ *

আন্তুম ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুনা- অমা ~ আন্যালার্ রহ্মা-নু মিন্ শাইয়িন্ ইন্ আন্তুম ইল্লা-তাক্যিবূন্।
তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, কিছু নাযিল করেন নি দয়াময় আল্লাহ তোমাদের প্রতি, তোমরা মিথ্যা বলছ।

﴿١٦﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ *

১৬। ক্বা-লূ রব্বুনা-ইয়া'লামু ইন্না ~ ইলাইকুম্ লামুর্সালূন্ । ১৭ । অমা- 'আলাইনা ~ ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্।
(১৬) রাসূলরা বলল, আমাদের রব জানেন, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল। (১৭) আমাদের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্ট প্রচার করা

﴿١٨﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

১৮। ক্বা-লূ ~ ইন্না-তাত্বোয়াইয়্যার্না-বিকুম্, লায়িল্লাম্ তান্তাহূ লানার্ জুমান্নাকুম্ অলা-ইয়ামাস্ সান্নাকুম্
(১৮) তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে কুলক্ষণ মনে করি। যদি বিরত না হও তবে প্রস্তরাঘাত করব, আমাদের

مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٩﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

মিন্না-'আযা- বুন্ আলীম্। ১৯। ক্বা-লূ ত্বোয়া — য়িরুকুম্ মা'আকুম্ আয়িন্ যুক্কিরতুম্; বাল্ আন্তুম্ ক্বাওমুম্
পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি পৌঁছবে।(১৯) তারা বলল, তোমাদের কুলক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই। তোমরা উপদেশ পেয়েছ, নাকি

مُسْرِفُونَ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ

মুস্রিফূন্। ২০। অজা — য়া মিন্ আক্ব্ছোয়াল্ মাদীনাতি রাজুলুঁই ইয়াস্'আ-ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমিত
তোমরা সীমালংঘণকারী?(২০) আর শহরের অপর প্রান্ত হতে এক লোক দৌড়ে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা!

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ *

তাবি'উল্ মুরসালীন্ ২১। ইত্তাবি'উ মাল্লা-ইয়াস্য়ালুকুম্ আজ্রাঁও অহুম্ মুহ্তাদূন্।
তোমরা আনুগত্য কর রাসূলদের।(২১) আর অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কিছু চায় না, আর তারা নিজেরাও পথপ্রাপ্ত।